# EKDIN
# একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ঢাকায় যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে যুবসমাজের তীব্র উন্মাদনা
প্রায় দীর্ঘ এক বছর পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে বিরাট ও রোহিত ৮

কলকাতা ৮ জানুয়ারি ২০২৪ ২২ পৌষ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.1.2024, Vol.17, Issue No. 207, 8 Pages, Price 3.00

# ‘ইনসাফের’ আশায় যৌবনের ডাকে মাঠ ভরল ব্রিগেডের

ছবি: অদিতি সাহা

ছবি: সৌজন্যে ফেসবুক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ৫০ দিনের ইনসাফ যাত্রার পর, রবিবার ছিল ব্রিগেড সমাবেশ। ‘যৌবনের ডাকে জনগণের ব্রিগেড’। তবে বামেদের ব্রিগেড মানেই আমাদের মানসপটে ভাষে গণসঙ্গীত দিয়ে তার সূচনা। তবে এবারের ব্রিগেড সভায় দেখা গেল নতুন চমক। সমাবেশের শুরুতে আপন করে নেওয়া হল কবিগুরুর এই গানকে। সমবেত গানে বাংলার সেই চিরাচরিত সুর। এই প্রসঙ্গে ডিওয়াইএফআই-এর তরফ থেকে জানানো হয়, ‘রবীন্দ্রনাথের গান তো কারও সম্পত্তি নয়। সেখানে গান গাওয়া নিয়ে আপত্তি কোথায়?’ ধর্মীয় বিভেদের সময় এই গান লিখেছেন কবিগুরু। আজকের দিনেও সেই প্রেক্ষাপট তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিনের সভার শুরুতেই নজরে আসে চারভাগের তিনভাগ মাঠ দখল নিয়েছে জনতা। মঞ্চের সামনে তৈরি করা হয়েছে ভিআইপি গেট। কলকাতা পুলিশ চেষ্টা করছিল গোটা ভিড়টাকে ভিআইপি গেটের পাশ দিয়ে মাঠে ঢোকাতে। ফলে মঞ্চের সামনে এবং এক পাশে জমাট বাঁধছিল ভিড়। ফাঁকা ছিল মাঠের পিছন দিক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছের অংশ।

ক্যাজুরিনা এভিনিউ বরাবর ব্যারিকেড দিয়ে বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের মাঠে ঢোকার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছিল। ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না বাইক মিছিলগুলিকে।

## শুভেচ্ছাবার্তায় ব্রিগেডে উপস্থিত বুদ্ধদেব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এদিনের ব্রিগেডে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবু, তিনি রইলেন তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায়। বার্তা পাঠালেন দু’লাইনের। তাতেও তিনি উদ্ধৃত করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ‘তাসের দেশ’-যে নাটক রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে, সেই নাটকের গান থেকে উদ্ধৃত করেন বুদ্ধদেব। এই নাটকের অন্যতম জনপ্রিয় গান, ‘আমরা নূতন যৌবনেরই দূত’ গানের একেবারে শেষ লাইন, যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মর-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত,’ উদ্ধৃত করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, তিনি এই লাইনের মতো করে লিখলেন, ‘এটাই ডিওয়াইএফআই’। পাশাপাশি ব্রিগেড সমাবেশের সামগ্রিক সাফল্যও কামনা করেন তিনি। বুদ্ধদেববাবুর এই বার্তা সভার একেবারে শেষ অংশে পাঠ করে শোনান মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু বেলা ১টার কিছু পর থেকে পরিস্থিতি ঘুরতে শুরু করে। কার্যত ব্যারিকেড ভেঙে ব্রিগেডের দখল নিতে শুরু করে জনতা। শুরুতে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়ান বামপন্থীদের কর্মীরা। মৃদু ধাক্কাধাক্কিও হয়। কিন্তু ক্রমে ভিড়ের চাপ বাড়তে শুরু করায় পুলিশ রণে ভঙ্গ দেয়। ক্যাজুরিনা এভিনিউয়ের জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড মুক্তি হয়। এদিনের ব্রিগেডে ফোকাস পয়েন্টে ছিলেন মীনাক্ষী। আর সেই মীনাক্ষী-ই তাঁর বক্তব্য রাখতে উঠে বুঝিয়ে দিলেন দিকভ্রষ্ট প্রায় সব রাজনৈতিক দলই। মূল এজেন্ডা ছেড়ে নকল যুদ্ধ মেতেছে সবাই।

দেশের নাম ‘ইন্ডিয়া’ হবে না ‘ভারত’ হবে, সেই এজেন্ডা নয়, পোশাক নিয়ে বৈষম্যের এজেন্ডা নয়, কে কোন খাবার খাবে, সে সব নিয়েও নয়, সরাসরি প্রশ্ন তুলতে হবে কর্ম সংস্থান, রুটিরুজির মতো আসল এজেন্ডা নিয়ে। মাঠ-ময়দানের দখল নিতে হবে। দখল নেবে তাঁরাই, যাঁরা আসল এজেন্ডা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কথা বলেন। ব্রিগেডের ময়দানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় এমনই বার্তা দিলেন বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

এরই পাশাপাশি এদিন ধর্ম নিয়ে রাজনীতির প্রশ্নে তাঁকে তুলোধনা করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপিকে। তবে দুর্নীতির প্রশ্নে রেয়াত করলেন না ‘ইন্ডিয়া’র শরিক তৃণমূলকেও। এদিন ডিওয়াইএফআই নেত্রী তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘যতদিন এই দেশের মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে ততদিন লড়াই করবে বামপন্থীরা। অতীতে অপশাসন, লুঠ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা লড়েছে। ২৯১০ কিলোমিটার হেঁটেছে বামপন্থীরা। কখনও শিক্ষার, দাবিতে কখনও হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বামপন্থীরা বারবার পথে নেমেছে। ইনসাফের লড়াই ধারাবাহিক। খেলা হবে বলেছিল। সেই মাঠ দখল করতে এসেছি, যেই ময়দানের লড়াইয়ের এজেন্ডা হবে না জাত, ধর্ম। লড়াইয়ের শর্ত হবে কাজ, রুটি, রুজি। সেই শর্ততে মাঠের দখল নেবে মূল এজেন্ডার কারিগররা।’

এদিনের মঞ্চ থেকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। শুভেন্দুকে এদিন বিদ্ধ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতাকে, চ্যালেঞ্জ করছে বিধানসভার স্পিকারের কাছে দল বদল করা বিধায়কদের পদ খারিজ করার আবেদন করুন। হাওয়া টাইট হয়ে যাবে। এরা বিধানসভার ভিতরে বিজেপি বাইরে তৃণমূল।’ তবে এদিন গোটা বক্তৃতাজুড়ে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে স্পষ্ট করে কোনও দিকনির্দেশ বা বার্তা দিতে দেখা গেল না তাঁকে।

## নবীন-প্রবীন দ্বন্দ্বের তত্ত্ব উড়িয়ে

# দলের অনুগত সৈনিক হয়ে কাজ করার বার্তা দিলেন অভিষেক

বিপ্লব দাশ ● ডায়মন্ডহারবার

সাংসদ হিসাবে অবশ্যই অগ্রাধিকার ডায়মন্ডহারবার। তবে দল তাঁকে যে ভূমিকায় দেখতে চাইবে, যে দায়িত্ব দেবে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। নিজেকে দলের অনুগত সৈনিক বলে রবিবার ডায়মন্ড হারবারের পৈলানের মাঠ থেকে বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, ‘নিজের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাব।’ তৃণমূল সাংসদ এ-ও জানিয়েছেন, কেন তাঁর ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ অন্যদের কাছে অনুসরণীয় হবে। রবিবার ডায়মন্ড হারবারই বাংলার একমাত্র লোকসভা কেন্দ্র যেখানে আলাদা করে ‘বার্ধক্য ভাতা’ প্রকল্প চালু করলেন সাংসদ অভিষেক। পাশাপাশি, দীর্ঘ নীরবতার পরে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে নিজের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডায়মন্ড হারবারের প্রবীণ নাগরিকদের ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য’ কর্মসূচিতে প্রায় ১০০ জন প্রবীণ মানুষের হাতে হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের কাছে প্রবীণ নাগরিকরা আবেদন করেও যাদের ভাতা চালু হয়নি। ডায়মন্ডহারবারে এমন প্রবীণদের গত দুমাস ধরে বাছাই করা হয়। রবিবার পৈলানে প্রবীণদের হাতে ভাতার চেক তুলে দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘গত নভেম্বরে কথা দিয়েছিলাম জানুয়ারি মাস থেকে বার্ধক্য ভাতা ডায়মন্ড হারবারে চালু করব। ডায়মন্ড হারবারের ৭৬,১২০ জন প্রবীণ নাগরিককে ভাতার ব্যবস্থা করা হল। ১৬,৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক চার জন পাঁচ জন করে দায়িত্ব নিয়েছে। তাঁদের মাধ্যমে প্রায় এই প্রবীণদের মাসে হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।’ লোকসভা ভোটের আগে নিছক প্রচারের জন্য এই প্রকল্প নয়। এই প্রকল্প আগামীদিনে সারা রাজ্যে হতে পারে বলে অভিষেকের দাবি। তবে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সাংসদ হিসাবে তিনি এই কর্তব্য পালন করেছেন। এই বার্ধক্য ভাতা কি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য? অভিষেক নিজেই তার জবাব দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘অনেকে ভাবছেন এক বার তো বার্ধক্য ভাতা দিল, পরের মাসে পাব তো? আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে আমাদের মা-মাটি-মানুষ বার্ধক্য ভাতা চালু করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের ভরসা নেই। যেহেতু আমি কথা দিয়েছিলাম, তাই এখানে জানুয়ারি থেকে এখানে শুরু করলাম।’ লোকসভা ভোটের আগে অভিষেক বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারকেই তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, ‘যে পঞ্চয়েতের নেতা, তাকে তো সেই পঞ্চায়েত দেখতে হবে।’ শেষে তিনি জানান, বার্ধক্য ভাতার পর এ বার ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ারও চিন্তাভাবনা করছেন। সাংসদের কথায়, ‘৬৬ হাজার লোক রয়েছেন ডায়মন্ড হারবারে, যাঁরা ১০০ দিনের কাজ করে টাকা পায়নি। এক-দু মাসের মধ্যে ব্যবস্থা না হলে সেটাও আমি ডায়মন্ড হারবার দিয়ে শুরু করব।’

সেখানেই নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে নিজের নীরবতা ভাঙার পাশাপাশি, লোকসভা ভোটে তাঁর পরিকল্পনার কথাও জানিয়ে দেন অভিষেক। তবে বয়স বাড়লে যে কর্মক্ষমতা কমে এ কথা বার বার উল্লেখ করলেন তিনি। কখনও উদাহারণ হিসেবে নিজের কথা বললেন, কখনও আবার দেখালেন মঞ্চে উপস্থিত বয়স্ক নেতাদের। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব দিলে যে তিনি সাধ্যমতো তা পালনের চেষ্টা করবেন, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তিনি আরও বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংহত ভাবে দল চালাচ্ছেন, আমার যতটুকু সামর্থ রয়েছে, এক্তিয়ার রয়েছে, ক্ষমতা রয়েছে, সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে। আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াব। এতে দ্বিমত কোথায়? আমি বলেছি, বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে। আমি দু’মাস আড়াই মাস রাস্তায় ছিলাম নবজোয়ার যাত্রার জন্য। আমার বয়স ছিল ৩৬, কিন্তু আমি পারব আড়াই মাস রাস্তায় থাকতে? যখন আমার ৭০ বছর বয়স হবে, পারব না। এটা সত্যি কথা। এটা আপনাকে মানতে হবে। আমার কর্মক্ষমতা আজ যা, ৫৬ বছর বয়স হলে একটু হলেও তো কমবে। আমার ৩৬-৩৭ বছর বয়সের পর ২০ বছর হয়ে গেলে আমার ক্ষমতা একটু হলেও কমে যাবে। ৩০ বছর পর আরও কমবে। ৪০ বছর পর আরও কমবে। এটা ধ্রুব সত্য, অস্বীকার করার কিছু আছে? তার মানে এই না যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, আমি দলের আর কোনও কাজ করব না।

## এক নজরে

### শাহজাহানের ইস্যুতে রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইডি আধিকারিকদের ওপর চড়াও হয়ে আক্রমণের ঘটনার পর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক বৈঠক করেন ইডি এবং সিআরপিএফের আধিকারিকদের সঙ্গে। এই বৈঠকের পর ইডির কর্মকর্তাদের এই হামলার ঘটনায় মূল আসামি শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশি ব্যর্থতায় তীব্র অসন্তোষও প্রকাশ করেন। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যপাল কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, পুলিশকে লুকোচুরি বন্ধ করতে হবে। মানুষ জানে কে চোর আর কে পুলিশ। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যপাল এও জানান, অযথা কোনও ঘটনায় ধোঁয়াশা সৃষ্টি না করার জন্য। এই ঘটনারই সূত্র ধরে রাজ্যপাল সরকারের কাছে বেশ কিছু ব্যাপারে জানতেও চান। এর মধ্যে রয়েছে -রেশন কেলেঙ্কারিতে ঠিক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে। সঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়েছে কেন অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়নি তার কারণও।

## বহরমপুরে প্রকাশ্যে শ্যুট আউটে মৃত তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর:** বহরমপুরে প্রকাশ্যে শ্যুট আউট। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল নেতা। রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে নির্মীয়মাণ ফ্যাটে। আততায়ীরা পরপর তিনটি গুলি করে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি

সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে আনা হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই দুপুর আড়াওটে মাগাদ মৃত্যু হয়। মৃত তৃণমূল নেতার নাম সত্যেন চৌধুরী (৬৫)। ঘটনাটি ঘটে বহরমপুর থানার চালতিয়া এলাকায়। বহরমপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। একসময় অধীর চৌধুরীর ছায়াসঙ্গি ছিলেন সত্যেন চৌধুরী। তৃণমূল ক্ষমতার আসার পর তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায়ের হাত ধরে। এলাকার দাপুটে নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে চলছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি প্রোমোটারি ব্যবসা করতেন নিজের এলাকায়। একমাত্র মেয়ে লন্ডনে পড়াশোনা করেন। ডিসেম্বরে পরিবার নিয়ে উত্তর ভারত বেড়াতে গিয়েছিলেন। চার জানুয়ারি সেখান থেকে ফিরে আসেন। এদিন সংগঠনের একটি বনভোজনে যাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই প্রতিদিনের মতো নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটের নিচের তলায় চালতিয়া বিলের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দুষ্কৃতীরা মোটরবাইকে এসে তিনজন ফ্ল্যাটে ঢোকে। প্রত্যক্ষদর্শী সাদ্দ শেখ (গ্রীল মিস্ত্রি) বলেন, ‘তিনজনের হাতেই পিস্তল ছিল। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় তিনটি গুলি চালায়। গলা ও মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে। আমি ভয়ে পাঁচিল টপকে পালাই।’

পরিবারের দাবি, রাজনীতি ও ব্যবসা সংক্রান্ত শত্রুর সংখ্যা বেড়েছিল। ঘটনায় রাজনীতি যোগ থাকতে পারে বলেও অনেকের অনুমান। পাশাপাশি ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে খুন বলেও মনে করা হচ্ছে।

## চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন মুজিবকন্যা

### বাংলাদেশে বিপুল ভোটে জয়ী শেখ হাসিনা

**ঢাকা, ৭ জানুয়ারি:** বাংলাদেশ সাধারণ নির্বাচনে নিজের কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন শেখ হাসিনা। টুঙ্গিপাড়া-কোটালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয়ী শেখ হাসিনা। ভোটের ব্যবধান ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৬২। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ আবুল কালামকে হারালেন তিনি। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছে মুজিবকন্যা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ঢাকা প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ -৩ আসনের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এই গোপালগঞ্জ হাসিনার জন্মস্থান। গত ২০১৪ এবং ২০১৮ সালেও এই কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন হাসিনা। জয় নিশ্চিত থাকলেও এই ব্যবধানে স্বভাবতই খুশি ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ। আগামী ৫ বছরের জন্য ফের বাংলাদেশের ক্ষমতার রাশ থাকছে ভারতবন্ধু হাসিনার হাতেই। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসিনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনপিপির শেখ আবুল কালাম (আম চিহ্ন) ৪৬০ ভোট পেয়েছেন। আরেক প্রার্থী জাকের পার্টির মাহাবুর মোল্যা (গোলাপ ফুল চিহ্ন) পেয়েছেন ৪২৫ ভোট। রবিবার রাতেই রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এই ফলাফল ঘোষণা করেন। গোপালগঞ্জ-৩ আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৩০০ জন। এর মধ্যে হাসিনা পেয়েছেন ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৬২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনপিপির শেখ আবুল কালাম পেয়েছেন ৪৬০টি ভোট। ৪২৫টি ভোট পেয়ে এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আর এক প্রার্থী মাহাবুর মোল্যা। তিনি জাকের পার্টির প্রার্থী।

## ডানকুনিতে বিজেপির বাইক মিছিল আটকে দিল পুলিশ

বনস্পতি দে ● ডানকুনি

রবিবার হুগলি জেলার ডানকুনিতে বিজেপির মিছিল আটকানোর অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে রবিবার বাইক মিছিল বের হয়। বাইক মিছিলের নাম দেওয়া হয়েছে যুব সংকল্প বাইক যাত্রা। ডানকুনি চৌমাথা থেকে শুরু হয় সেই মিছিল। সেখান থেকে জোমজুড় থানা অবধি মিছিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপির বাইক মিছিল ডানকুনি হাউসিং মোড়ে আসতেই তা আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। মূলত রাজ্য সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে এই বাইক মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপির যুব মোর্চা। লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে গেরুয়া শিবির। এই মিছিলের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতিও চাওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে বিজেপি সূত্রে। কিন্তু লিখিতভাবে আবেদন করা সত্ত্বেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ বিজেপির। পুলিশ অনুমতি না দিলেও নির্দিষ্ট কর্মসূচি মেনে বাইক মিছিল করে বিজেপি। কিন্তু ডানকুনি হাউসিং মোড়ে সে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে।

ঘটনা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। বিজেপি কর্মীরা রীতিমতো বসে পড়েন সেখানে। পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুতেই বিজেপির মিছিল এগোতে দেয়নি পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভের পর সেখান থেকে চলে আসেন সুকান্ত মজুমদার। এ নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমরা পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হই। যে পুলিশ আক্রমণ করেছে, তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশ আশ্বাস দিতে আমরা অবরোধ তুলি। আগামী দিনে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে থানা সিপি অফিস ঘেরাও হবে।’

## আজ গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করবেন মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি মেলার ব্যবস্থাপনা আর নিরাপত্তাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর মঙ্গলবার সকালে গঙ্গাসাগর থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর পৌঁছানোর কথা জয়নগরে। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তিনি। তারপর বিকালে কলকাতার বাবুঘাট-এ গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথার মুখ্যমন্ত্রীর। ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর দু’দিনের কর্মসূচি জানানো হয়েছে। যদিও গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন জানুয়ারি মাসের দু’তারিখ করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কেন পিছল তা পরিষ্কার করেনি প্রশাসন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ডান কাঁধে অস্ত্রপ্রচারের কারণেই চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি বিশ্রামে ছিলেন। আর সেই কারণে স্টুডেন্ট মিট অনুষ্ঠানও থমকে আছে মুখ্যমন্ত্রীর। যা হওয়ার কথা কলকাতার ধনধান্যে।

## ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’, পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় কমিটির

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি:** ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নিয়ে দেশের মানুষের কাছে মতামত চাওয়া হল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন এক দেশ, এক নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটির পক্ষ থেকে পাবলিক নোটিস জারি করে এ বিষয়ে দেশের মানুষের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। ১৫ জানুয়ারির মধ্যে এ বিষয়ে মতামত জানাতে হবে। নোটিসে বলা হয়েছে, দেশে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির এক যোগে নির্বাচন করার জন্য বর্তমানে যে পরিকাঠামো রয়েছে তাতে কি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, তা জানতে চেয়ে দেশের মানুষের কাছ থেকে লিখিত পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে। আমজনতার কাছ থেকে যে সমস্ত পরামর্শ পাওয়া যাবে তা কমিটির সামনে আলোচনার জন্য রাখা হবে। পরে সাধারণ নাগরিকদের মতামত সম্মিলিত করে রিপোর্ট তৈরি করবে কমিটি।

# রাম মন্দিরের পর সিএএ, লাইনে আছে ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট: স্বপন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** রবিবার হাওড়ার আন্দুল স্টেশন সংলগ্ন মাড়োয়ারি বাগান মাঠের সভা থেকে বিজেপির পরবর্তী পদক্ষেপ জানালেন বিজেপির রাজ্য সভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, ‘ দীর্ঘ শতকের লড়াইয়ের পর ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, এটা কোনও সাধারণ মন্দির উদ্বোধন নয়, এর প্রভাব ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী হবে। এটা শুধু বিজেপির নয়, ভারতের আপামর সম্প্রদায়ের একটা আবেগ। যা ২২ জানুয়ারি আরও বেশি আবেগে ভাসবে। এর মাধ্যমে ভারতের আত্মসম্মান প্রকাশ পাচ্ছে। এরপর আরও অ্যাজেন্ডা রয়েছে যার মধ্যে সিএএ, ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যা যা অ্যাজেন্ডা ছিল আমরা সেগুলোকে একে একে বাস্তবায়ন করছি। এরমধ্যে অনেক বাধা বিঘ্ন ছিল। সেগুলো কাটিয়ে উঠে এগোতে হচ্ছে। সিএএ আমি আশা করছি ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত হয়ে যাবে। তার পরে ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট রয়েছে। এগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আশঙ্কা রয়েছে, সেগুলোকে সমাধান করেই এটা করা হবে। এর জন্য অনেক চিন্তাভাবনা করে এগোতে হচ্ছে। পাশপাশি বিকশিত ভারতের যে কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তার অর্থনীতিকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই পর্যায়ে পৌঁছতে অনেক আজেন্ডাকে পূরণ করেই এগোতে হবে। তাই এই লোকসভ্যা নির্বাচন ভারতের জনতা পার্টির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার সঙ্গে দেশের উন্নতি জড়িয়ে আছে।’

# বুদবুদের খড়ি মন্দিরের বার্ষিক পুজো-পৌষমেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ:** শনিবার থেকে শুরু হল বুদবুদের মারো গ্রামের খড়ি মন্দিরের বার্ষিক পুজো ও পৌষমেলা।

শনিবার পুজো উপলক্ষে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। পাশাপাশি এদিন পুজো উপলক্ষে কয়েক হাজার মানুষের জন্য খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। একই সঙ্গে মন্দির সংলগ্ন ময়দানে বসেছে মেলা, যা চলবে আগামী ১০ দিন ধরে। জানা গিয়েছে, কয়েক দশক আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এক অসুস্থ মানুষ খড়ি মন্দির সংলগ্ন জলাশয়ে স্নান করে সুস্থ হয়ে যান। যে খড়ি নদী বর্ষাকালে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বন্যায় ভাসিয়ে দেয়, সেই খড়ি নদীর উৎপত্তি হয়েছে এই জলাশয় থেকেই।

বহুকাল আগে থেকেই দেবী খড়ি মায়ের নানান অলৌকিক কাহিনির লোকশ্রুতি আছে। তবে অসুস্থ মানুষ সুস্থ হওয়ার অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী আজও আশপাশের গ্রামের অনেক মানুষ রয়েছে বলে দাবি মারো গ্রামের বাসিন্দাদের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নানের বদলে হাজার হাজার মানুষ এই খড়ি নদীতেই স্নান করে মকর স্নান সারেন যেটিকে বর্তমানে একটা ছোট ডোবার আকারে দেখা যায়। এই ডোবার একটি অলৌকিক ঘটনা হল, গ্রীষ্মের সময় সমস্ত জায়গায় জল শুকিয়ে খরা সৃষ্টি হলেও, এই ডোবার জল কোনও দিন শোকায়নি।

বহু মানুষ তাঁদের মনস্কামনা নিয়ে আসেন খড়ি মায়ের কাছে। তাঁদের মনস্কামনা পূরণ হলে খড়ি নদীতে স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দিয়ে যান। দিন যত যাচ্ছে ততই এই মেলা বড় আকার ধারণ করছে। তার সঙ্গে আস্থার ওপর ভর করে ভক্তেরও সংখ্যা বাড়ছে প্রতিবছর।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### NOTICE

This is to inform the general public that, I Bidya Jaiswal, wife of Shri Shyam Jaiswal, residing at 96/A, Subodh Ray Sarani, Kanchrapara, North 24 Paragans, West Bengal - 743145, P.S - Bizpur, vide an Affidavit dated 04.01.2024, sworn before Metropolitan Magistrate, Calcutta, duly affirmed and declared that my official name in my Aadhar Card and PAN Card is spelled as Bidya Jaiswal but in some of my property documents i.e. Deed of Conveyance Dated 03.02.2000 being Deed No. 633 for the year 2000 and Deed of Sale dated 01.02.2006 being Deed No. 482 for the year 2006, is spelled as Biddya Jaiswal.

I declare and affirm that both Bidya Jaiswal and Biddya Jaiswal, is the same person and no different person.

Sd/-
Bidya Jaiswal
96/A, Subodh Ray Sarani, Kanchrapara,
North 24 Paragans, P.S-Bizpur,
West Bengal - 743145

### CHANGE OF NAME

I, Subhadip, S/o of Kalyan Kumar Bhattacharjee residing at Block 3, Flat 3D, Eternis, 59, Jessore Road, Doltala Madhyamgram, 24 Parganas(N), PIN - 700132 shall henceforth be known as Subhadip Bhattacharya as declared before the Metropolitan Magistrate 10th Court, Calcutta vide affidavit no. 137190 Dated 13.09.2023. Subhadip and Subhadip Bhattacharya both are same and one identical person.

### নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 427971991 এতে আমার নাম Laltu Sk আছে। আমার সঠিক নাম Abdul Alam Sk যা আমার আধার, ভোটার এবং ব্যাঙ্কে আছে। গত ৩০/১১/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Laltu Sk এবং Abdul Alam Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

### নাম-পদবী

আমি Alladhi Ghosh, D/O. Kiyananda Ghosh W/o. Suchen Ghosh আমার Aadhaar এবং Voter কার্ডে নাম আছে Kajallata Ghosh গত ০৪/০১/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের হলফনামা বলে Alladhi Ghosh এবং Kajallata Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৮ই জানুয়ারি, ২২শে পৌষ। সোমবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির মহাদশা কাল, মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

**মিথুন রাশি :** প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি ? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

**কর্কট রাশি :** পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

**সিংহ রাশি :** নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন ।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

**কন্যা রাশি :** বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক - মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ ।

**তুলা রাশি :** কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো ।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যা স্তব পাঠে শান্তি।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন-তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

**ধনু রাশি :** কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ ।আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

**কুম্ভ রাশি :** সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

**মীন রাশি :** বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**

**পি’ অ্যাডস্ সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,** মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

**মিডিয়া হাউস,** প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,** প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

# স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নয়া দিগন্ত খুলে দিল এইচপি ঘোষ হাসপাতাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রবিবার থেকে পথচলা শুরু হল এইচপি ঘোষ হাসপাতালের। আর এরই সঙ্গে কলকাতার বুকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে গেল স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত। এই এইচপি ঘোষ মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসাপাতালের প্রতিষ্ঠা করলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ। যিনি সাধারণ বন্ধন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন অত্যাধুনিক মানের এক আর্থিক পরিষেবা। এবার বাবা স্বর্গত এইচপি ঘোষ (হরিপদ ঘোষ)-এর নামে সল্টলেকের এইচবি ব্লকে প্রতিষ্ঠিত হল ৭৫ হাজার স্কোয়ার ফুটের ১০ তলা এই মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল ভারতের ক্রিকেট আইকন তথা ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। এছাড়াও উপস্থিত থাকতে দেখা গেল দুই পুলিশ কর্তা সৌমেন মিত্র ও শিবাজী ঘোষকেও। উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রশেখরবাবুর মা সুচিত্রা ঘোষ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চন্দ্রশেখরবাবু জানান, তাঁর অভিজ্ঞতায় যে কোনও সমাজের উন্নতির জন্য তিনটি বিষয় ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমটি হল যে কোনও সমাজের আর্থিক অবস্থাকে সুরক্ষিত করা, দ্বিতীয় ইস্যুটি হল স্বাস্থ্য এবং তৃতীয়টি শিক্ষা। একইসঙ্গে এও জানান, এই তিনটির মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ভর করে সময় এবং ব্যক্তি বা তাঁর পারিপার্শ্বিকতার ওপর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আর্থিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে বন্ধন ব্যাংক পৌঁছেছে এক আলাদা উচ্চতায়। শুধু তাই নয়, বন্ধন ব্যাংকের অবদানও অপরিসীম। এবার শুরু হল স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও পথচলা। রবিবার তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এও জানান, এই হাসপাতালে সব ধরনের উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও আনা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ ও চিকিৎসার সুযোগও।

# রাজ্যের মডেল গ্রামগুলোর পর্যালোচনা শুরু করেছে রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যের মডেল গ্রামগুলির পর্যালোচনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। মডেল হিসাবে ঘোষিত গ্রাম গুলির বাসিন্দারা নির্ধারিত মাপকাঠি মেনে পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্যের ৬ হাজার ৭৫৮টি ‘মডেল’ গ্রামের প্রত্যেক বাসিন্দাকে ফোন করা হচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তরের সিঙ্গল উইন্ডো পাবলিক গ্রিভান্স সেল ও স্টেট কন্ট্রোল রুম থেকে। ফোন করে ২০টি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হচ্ছে। তার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে, সত্যিই রাজ্যের মডেল গ্রামগুলি তকমা ধরে রাখতে পারছে কি না। যেসব ক্ষেত্রে খামতি ধরা পড়ছে, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে।

এখানেই শেষ নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে ফের ফোন করা হচ্ছে বাসিন্দাদের। কেন এই সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন? প্রশাসনিক কর্তারা জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী চান তৃণমূল স্তরে মানুষ যেন কোনওরকম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রামই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। পঞ্চায়েত দপ্তরের কন্ট্রোল রুম থেকে ১২ জন কর্মী ফোন করে সরাসরি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। মডেল গ্রামে এভাবে সমীক্ষা চালানোর পাশাপাশি ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ সেলে জমা হওয়া সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রেও এই কন্ট্রোল রুমকে কাজে লাগানো হয়।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, পরিচ্ছন্ন গ্রামের লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। মডেল গ্রামের উপর এই সমীক্ষার কাজ প্রায় এক মাস আগে চালু করেছে রাজ্য। দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে একাধিক মডেল গ্রাম। সেসব গ্রামে প্রত্যেকের বাড়িতে শৌচাগার, পর্যাপ্ত আলো, উন্নতমানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ঝাঁ চকচকে রাস্তা-সহ নানা পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। সেই কারণে এই সমীক্ষা বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত চারটি জেলায় সমীক্ষার কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলে খবর। তাতে দেখা যাচ্ছে হাওড়া, মালদহ এবং আলিপুরদুয়ারের তুলনায় এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা।

# বামেদের ব্রিগেডমুখী মিছিলের জেরে রবিতেও ভোগান্তি সাধারণ মানুষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর ‘ইনসাফ যাত্রা’ শেষে ব্রিগেড চলোর ডাকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছিল মিছিল। রবিবার ব্রিগেডমুখী সেই মিছিলে রুদ্ধ হল কলকাতার গতি। বেলা ১২ টার পর হাওড়া রেল মিউজিয়ামের সামনে থেকে রওনা দেয় বামেদের ব্রিগেড অভিমুখী একটি মিছিল। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দলীয় শক্তিকে যাচাই করে নিতে এই ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু হয়। রবিবার সকাল থেকেই কর্মী ও সমর্থকেরা হাওড়া স্টেশনে জমায়েত হয়ে কলকাতার দিকে রওনা দেয়। যার জেরে বেলা ১২ টার পর হাওড়া ব্রিজ প্রবল যানজটে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। যদিও এদিন ছিল ছুটির দিন। বাসের সংখ্যা ও ভিড় ছিল তুলনায় কম। তবে তা সত্ত্বেও রাস্তায় বেড়িয়ে সমস্যায় পড়েন কাজেকর্মে যাওয়া লোকজন।

বড় মিছিল হওয়ার কারণে রাস্তা পারাপার করতে যাওয়ার সময় মিছিলের ভিতরে ঢুকে পড়া সাধারণ মানুষের সঙ্গেও বাকবিতণ্ডাতে জড়িয়ে পড়েন মিছিলে অংশ নেওয়া কিছু কর্মী-সমর্থকরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

# স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে চলতি মাসেই ২৫ হাজার পড়ুয়াকে ঋণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি মাসের মধ্যে ২৫ হাজার পড়ুয়াকে ঋণ দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্নের। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ব্যাংকগুলিকে। সম্প্রতি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ুয়াদের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাংকের গড়িমসির অভিযোগ পেয়েছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ৬৫ হাজার পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ২১০০ কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হিসেব বলছে, এখনও পর্যন্ত ২৫ হাজার আবেদন ব্যাংকগুলির অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন বিভিন্ন জেলাশাসকও। সেই বৈঠকেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ুয়াদের লোন দেওয়ার আবেদনগুলি কেন পড়ে রয়েছে, তা নিয়ে ব্যাংকগুলি প্রশ্নের মুখে পড়ে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে, ব্যাংকগুলিকে চুক্তি অনুযায়ী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লোন নিলে ৪ শতাংশ হারেই সুদ নিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের থেকে। নবান্নের এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, পড়ুয়াদের কাছ থেকে কেন বেশি করে সুদের হার চাওয়া হচ্ছে? সেই বিষয়েও রাজ্যের একাধিক ব্যাংক নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে।

# কাজী নজরুল ইসলাম পুরস্কার পেলেন সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** বিশিষ্ট কবি,গল্পকার, উপন্যাসিক, অসংখ্য শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহের হাতে গত ৬ জানুয়ারি তুলে দেওয়া হল কাজী নজরুল ইসলাম পুরস্কার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যাঁকে সব্যসাচী লেখক বলতেন, কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী এবং কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, সেই সিদ্ধার্থ সিংহের এ বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ২৮টি এবং বাংলাদেশের একুশে গ্রন্থমেলায় ৯টি বই প্রকাশ উপলক্ষে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উলুবেড়িয়া এক নম্বর বিডিও অফিস। সাহিত্যিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উলুবেড়িয়ার মহাকুমা শাসক মানস কুমার মণ্ডল, উলুবেরিয়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম সিরাজুল হক এবং সেখ নুরুল হুদা। এ ছাড়াও ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এমদাদ হোসেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহ-সচিব রাজীব শ্রাবণ প্রমুখ। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং শিশুতোষ গ্রন্থ মিলিয়ে এ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ সিংহের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩২৯টি।

# অণ্ডালে চুরির কিনারা, উদ্ধার সামগ্রী, ধৃত ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল:** অণ্ডাল থানার কাজোড়া লচিপুর মাঝিপাড়ার বাসিন্দা সুদীপ অধিকারী নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনার কিনারা করল পুলিশ।

গত ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখ সুদীপবাবু সপরিবারে বাড়িতে তালা দিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন মায়াপুর-নবদ্বীপ। আর তখন চোরেরা বাড়ির প্রধান দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং আলমারি ভেঙে বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না, এলইডি টিভি ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন সুদীপ অধিকারী। অণ্ডাল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

পুলিশের দাবি, চুরির ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দাগী আসামি মহম্মদ আসিফ (২২) ও মহম্মদ রাজা (২০) নামে দুই যুবক। দু’জনেই আসানসোলের জাহাঙ্গির মহল্লার বাসিন্দা বলে জানা যায়। অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করলে বিচারক মহম্মদ আসিফকে চারদিন ও মহম্মদ রাজাকে ছ’দিন পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ দুই দাগী আসামকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সমাধান হয় রহস্যের। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সমস্ত কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র, এলসিডি টিভি, সোনার গয়না ৭৬,৫০০ টাকায় বিক্রি করে কোনও এক ব্যক্তিকে। উদ্ধার হয় সেই নগদ ৭৬,৫০০ টাকাও। পুলিশ এখন সেই ব্যক্তির সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষে ধৃত দুই দুষ্কৃতীকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে আবার একবার পেশ করা হয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৮ জানুয়ারি ২০২৪ ২৩ পৌষ ১৪৩০ সোমবার

## সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ

১. মোদি-মমতাকে ব্যাঙ্গ করে ছবিতে কটাক্ষ।

২. 'ইনসাফ'-এর ডাক। ছবি: অদিতি সাহা

# সমাবেশ শেষে মাঠ পরিষ্কারে মীনাক্ষী, হাত লাগালেন ধ্রুবজ্যোতি, কলতানরাও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** 'ইনসাফ'! ইনসাফ চেয়ে, ইনসাফ দেওয়ার বার্তা নিয়ে রবিতে শুরু হয়েছিল বাম যুব সংগঠনের ব্রিগেড সমাবেশ। সমাবেশ শেষে ব্রিগেডে গ্রাউন্ডের সঙ্গে 'ইনসাফ' করতে ভুললেন না ক্যাপ্টেন মীনাক্ষী।

নিজেই নেমে পড়লেন মাঠ পরিষ্কার করতে। অতীতে কোনও বাম নেতার এভাবে মাঠ পরিষ্কারের ছবি ভেবেও অবশ্য কারও মনে পড়ে না। সিপিএম হোক বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দল, ব্রিগেড সমাবেশ বা কোনও জনসভার পর দলীয় নেতা-নেত্রীকে সাধারণত নিজের হাতে মাঠ পরিষ্কার করতে দেখা যায় না। সমাবেশের একদিন পর দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা এই দায়িত্ব নেন। কিন্তু, এদিন এক অনন্য নজির গড়লেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। যুব নেত্রীর সঙ্গে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, যুব নেতা কলতান দাশগুপ্তকেও দেখা যায় একেবারে হাতে করে মাঠ পরিষ্কার করতে। যা বর্তমান সময়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সূত্রের খবর, আজ, সোমবার সকালের মধ্যেই ব্রিগেড ময়দান সেনার হাতে তুলে দিতে হবে। সকালেই সেনার তরফে মাঠ পরিদর্শন করতে আসবে। তাই সমাবেশ শেষ হওয়ার পরই মাঠ পরিষ্কার করতে নামেন মীনাক্ষী, কলতান, ধ্রুবজ্যোতিরা। দলের স্বেচ্ছাসেবকদেরও ডেকে পাঠানো হয়। একেবারে আগের অবস্থায় মাঠ সেনাকে ফিরিয়ে দিতে তৎপর ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব। তবে মাঠ পরিষ্কার করলেও ব্রিগেডের মাঝে-মাঝে যে গর্ত রয়েছে, সেটা কীভাবে রাতারাতি বন্ধ করা যায়, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করেন তাঁরা।

# নজরুলের কবিতার লাইন ভুলে খেই হারালেন মীনাক্ষী, স্বীকার করলেন ভুল

## মোদি-মমতা কি ভুল স্বীকার করতে পারতেন? কটাক্ষ সেলিমের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ঝকঝকে চেহারা, চুঁইয়ে পড়া গ্ল্যামার, কোনওটাই তাঁর নেই। বদলে প্রসাধনহীন মুখমণ্ডলে জ্বলজ্বল করে দীপ্তিময় চোখজোড়া। গ্রাম্য ভাষার টানে সহজ-সরল কথায় বক্তৃতায় আগুন জ্বালাতে পারেন তিনি। আবার কাজি নজরুল ইসলামের কবিতার লাইন ভুলে মঞ্চে অকপটে স্বীকারও করতে পারেন 'ভুলে গেছি।' তিনি বামেদের যুবনেত্রী 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী।

তাই ভরা সভা তাল কাটলেও, ওই মলিন মুখের সরলতাকেই এদিনের ব্রিগেডের সাফল্য হিসাবে দাবি করলেন মহম্মদ সেলিমরা। মীনাক্ষী কবি নজরুলের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে জানান, তিনি একটি লাইন ভুলে গিয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই মঞ্চে পরবর্তী বক্তা মহম্মদ সেলিম বলেন, 'বামপন্থা দক্ষিণপন্থার ফারাক কী? (মীনাক্ষী) উত্তেজনায় নজরুলের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, ভুলে গেছি। রণক্লান্ত তো। মমতা কী বলতে পারেন ভুলে গেছি? মোদী কখনও বলতে পারেন? কোনও ফ্যাসিস্ত পারে না। বামপন্থীরা পারেন। চোরকে চোর বলতে, গুন্ডাকে গুন্ডা বলতে, সাম্প্রদায়িককে সাম্প্রদায়িক বলতে, বামপন্থা ভয় পায়নি। পাবে না। এখানে যাঁরা এসেছেন, ভয়কে জয় করে এসেছেন।"

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত... সেদিন হব শান্ত... অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ...! তাল কাটে আচমকা। ভরা ব্রিগেড সমাবেশে এর আগে কোনও বাম নেত্রী এভাবে কবিতা বলতে গিয়ে ভুল করেছেন বলে মনে পড়ে না প্রবীণ রাজনীতিবিদদেরও। মীনাক্ষী সেই ভুলটা করলেন। কিন্তু তাতে অস্বস্তিতে পড়লেন না। পরক্ষণেই ক্লান্ত চেহারার মলিন মুখে স্বীকার করে নিলেন, 'ভুলে গেছি।' তা নিয়েই পরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাম নেতা মহম্মদ সেলিম বললেন, 'মমতা কি বলতে পারেন ভুলে গেছি!' ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেডের মাঠে জন সমাবেশ যে ভালোরকমই ছিল ক্যামেরার ছবি তার প্রমাণ। বক্তা তালিকায় যারা ছিলেন তাঁরাও নিজেদের ভাষণে মঞ্চ জমিয়ে রেখেছিলেন। তবে নজর ছিল 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষীর দিকেই। আধা বাংলা, আধা হিন্দিতে মীনাক্ষীও খারাপ বলেননি। লড়াইয়ের কথা বলেছেন, নীতির কথা বলেছেন, রুজির কথা বলেছেন, রুটির কথা বলেছেন। এসবের মধ্যেই মারাত্মক ভুলটি করে ফেলেছেন। কবি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা উদ্ধৃত করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। পরক্ষণেই অকাতরে স্বীকারও করেছেন, 'ভুলে গিয়েছি।' মীনাক্ষীর এই ভুল যে ব্রিগেড সমাবেশের 'শিরোনাম' হয়ে যেতে পারে তা বেশ জানতেন বর্ষীয়ান মহম্মদ সেলিম। এদিন নিজের ভাষণের শুরুতেই মীনাক্ষীর সেই ভুলের সাফাই দিলেন তিনি। সেলিম ভাষণ দিতে উঠে শুরুতেই বললেন,দকমরেড মীনাক্ষী আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছিল। উত্তেজনার বশে কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলল ভুলে গেছি। রণক্লান্ত তো। কিন্তু শান্ত হবে না। সেলিমের বক্তব্য, 'মোদি-মমতার মতো স্বৈরাচারীরা ভুল স্বীকার করতে জানে না। বামপন্থীরা পারে। আমরা ভুল স্বীকার করতে পারি। ভুল স্বীকার করতে বামেদের বুক কাঁপে না। কারণ বামপন্থীরা সততার সঙ্গে রাজনীতি করতে পারে।'

# বড়মার কাছে পুজো দিলেন দীনেশ ত্রিবেদী, তিনি কি সম্ভাব্য প্রার্থী? জল্পনা

## চুপ শিল্পতালুকের হাল নিয়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** পরিবর্তনকালে ২০০৯ সালে প্রথমবার তৃণমূলের প্রতীকে দাঁড়িয়ে বহু বছর বন্ধ থাকা রাজ্যের সবচেয়ে বড় নৈহাটির গৌরীপুর জুটমিলের চাবি তাঁর কাছে আসে। জিতে এসে সেই বন্ধ মিল খোলার আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন। আশ্বাসে খুশি হয়ে শ্রমিক মহল্লার বিপন্ন শ্রমিকরা ২০০৯ সালে দু'হাত ভোরে ভোট দিয়ে দীনেশ ত্রিবেদীকে জয়ী করেছিলেন। ২০১৪ সালে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ফের শাসকদলের প্রার্থী হয়ে রুগ্ন নৈহাটি-গৌরীপুর শিল্পতালুকের হাল ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দীনেশবাবু জেতার পরও বিন্দুমাত্র হাল ফেরেনি শিল্পাঞ্চলের। রবিবার বেলায় নৈহাটির বড়মা মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রুগ্ন শিল্পতালুক নিয়ে নিশ্চুপ রইলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদী। তাঁর কথায়, মায়ের কাছে নতুন করে কিছুই চাওয়ার নেই। তবে বেকার যুবকদের চাকরির দরকার আছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী। এমনকী প্রায় দু'বছর তিনি রাজনীতির ময়দান থেকে নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আচমকা নৈহাটির বড়মা মন্দিরে দীনেশ ত্রিবেদীর পুজো দিতে আসা ঘিরে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। দীনেশ ত্রিবেদী কি তাহলে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সম্ভাব্য বিজেপি প্রার্থী? তা নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও এদিন মায়ের মন্দিরে রাজনীতির কথা বলতে তিনি নারাজ ছিলেন। প্রশ্ন এড়িয়ে তাঁর সাফ বক্তব্য ছিল, মায়ের কাছে তিনি শান্তি কামনা করলেন। শান্তি ফিরলেই সব ভালো থাকবে। দীনেশবাবুর সংযোজন, মায়ের ডাকেই তাঁর এখানে আসা। মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি। তবে এটা রাজনীতির কথা বলার জায়গা নয়। এদিন বড়মার মন্দিরে হাজির ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র, বিনোদ গোন্ড, মানস দে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

# পুজো দিয়ে মুক্তির পথ চাইলেন প্রতিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** নৈহাটির বড়মার নাম রাজ্যজুড়েই। ভক্তদের পাশাপাশি মায়ের আশীর্বাদ পেতে বড়মার মন্দিরে ছুটে আসছেন রাজনৈতিক নেতারাও। রবিবার বেলায় বড়মার কাছে পুজো দিতে এলেন কেশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত তথা গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা। এদিন তিনি বড়মার কাছে পুজো দিয়ে জীবনে মুক্তির পথ চাইলেন। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'রাজনীতির বাইরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আছে। তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে মুক্তির পথ চাইছেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে আলোর পথ, সত্যের পথ ও ন্যায়ের পথ যাতে তিনি পান, এদিন বড়মার কাছে কাছে তিনি সেই প্রার্থনাই করলেন।' বড়মার মন্দিরে রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী এলেও, দলের তরফে কাউকেই এদিন মন্দির চত্বরে দেখা যায়নি।

# শুরুতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, শেষে সংবিধানের প্রস্তাবনা, বাম ব্রিগেডে তেরঙ্গা পতাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দীর্ঘ 'ইনসাফ যাত্রা'র শেষে ব্রিগেড সমাবেশ করল সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর। সেই মঞ্চই এবার দেখল নতুনত্ব। গণসঙ্গীতের বদলে অনুষ্ঠানের সূচনা রবীন্দ্রসঙ্গীতে। শেষ সংবিধানের প্রস্তাবনা দিয়ে। শুধু তাই নয়, রবিবাসরীয় ব্রিগেডের মঞ্চে আগাগোড়া উড়তে দেখা গেল ভারতের জাতীয় পতাকা। সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ডাকে বহু ব্রিগেড সমাবেশ দেখেছে কলকাতা। কিন্তু কোনও বারই তেরঙ্গা পতাকা উড়তে দেখা যায়নি লাল ঝান্ডার মঞ্চে।

ব্রিগেডে রবিবার কর্মসূচির সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটিকে দিয়ে। বাম মনোভাবাপন্ন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন মঞ্চ রবীন্দ্রগানটি ধরে। তার পর তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় গোটা মাঠে।

বামপন্থীদের ব্রিগেড সমাবেশের সূচনা গণসঙ্গীতেই দেখতে অভ্যস্ত সকলে। প্রথম বদল এখানেই চোখে পড়ল। গানটিকেই সম্প্রতি রাজ্য সঙ্গীতের তকমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে জল্পনাও শুরু হয়েছে কোনও কোনও মহলে। তা হলে কি মমতার দেখানো পথেই হাঁটল সিপিএমের যুবরা? ডিওয়াইএফআই নেতৃত্বের অবশ্য ভিন্ন যুক্তি তৈরি। তাঁদের মতে, মমতা রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বদলে বিকৃত করেছেন। তাই অবিকৃত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি পরিবেশন করে বাম যুবরা আসলে সেই বিকৃতিরই প্রতিবাদ তুলে ধরলেন। যদিও এই যুক্তির কোনও যুক্তিগ্রাহ্যতা থাকে না। কারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীতটির কোনও বদল ছাড়াই তাকে রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে।

তবে চিরাচরিত গণসঙ্গীতের বদলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বামপন্থীদের অনুষ্ঠান শুরুর তাৎপর্যে নতুনত্ব আছে। একটা সময় সিপিএমের কর্মসূচি মাত্রই নিয়ম করে বাজত হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীদের অমর সৃষ্টি। কিন্তু এ বার তার পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও জায়গা করে নিয়েছে সমসাময়িকদের লেখা প্রতিবাদের গান। ছিল এসএফআই নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বা নাট্যকর্মী জয়রাজ ভট্টাচার্যের লেখা গানও। তবে, চোখ টেনেছে লোকসঙ্গীতের ব্যবহারের বিষয়টিও। বাউল বা লোকগীতির সুরে প্রতিরোধের ভাষা বসানো গানও ভরপুর বেজেছে ব্রিগেড জুড়ে।

সবচেয়ে বড় চমক ছিল সভার একেবারে শেষে। যেখানে অনুষ্ঠান শেষ করা হল ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠের মধ্যে দিয়ে। যা সিপিএম তথা ভারতের সংসদীয় বাম ইতিহাসে নতুন তো বটেই, নজরকাড়াও বটে। এখানেই শেষ নয়,প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর সিপিএম সিদ্ধান্ত নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। এ বার সেই পতাকা উড়ল ব্রিগেডের মঞ্চেও। শুধু কি তাই, গোটা ইনসাফ যাত্রার পর্বেও মিছিলের একেবারে সামনে এক জন জাতীয় পতাকা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত।

# হাইকোর্টের নিদান ট্রাম বাঁচাও, বাঁচাচ্ছে কে?

**অশোক সেনগুপ্ত**

**কলকাতা:** কলকাতার ট্রাম বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। চলতি বছরের অগাস্ট মাসে হাইকোর্টের আধা রক্ষাকবচ পেয়েছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম। এর পর ক'দিন আগে ওই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন যে, পুলিশ একা ট্রাম চালানোর ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে পারে না।

কিন্তু ট্রামের রোগ সারানোর ওষুধ কি দিতে পারবে হাইকোর্ট? এই মুহূর্তে ট্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট টানাপড়েন চলছে। সংস্থা ভিতরের অবস্থাটা ঠিক কিরকম? ৩০টি রুটের মধ্যে মাত্র ৩টি রুটে চলছে ট্রাম। এরই মধ্যে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়। ওই মামলার শুনানিতে কার্যত হাইকোর্টের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় রাজ্য সরকারকে। পুলিশের যুক্তি, ট্রামের ধীর গতির জন্য ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই ব্যাখ্যায় সমর্থন করায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট যাই বলুক, কলকাতার ট্রাম আর পুষতে রাজি নয় রাজ্য সরকার। এ কারণে প্রায় চুপিসারে বিভিন্ন ডিপো থেকে ট্রামের টন টন যন্ত্রপাতি বিক্রি করার কাজ শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, বিক্রি করা হবে প্রায় ১০০ লরি সরঞ্জাম। প্রতিটি লরিতে করে ইতিমধ্যে যেতে শুরু করেছে গড়ে ১৪ টন জিনিস।

বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, খিদিরপুর, টালিগঞ্জ ও গড়িয়াহাট, ট্রামের এই ছ'টি ডিপোর মধ্যে প্রথম চারটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। টিমটিম করে জ্বলছে শেষের দুটি ডিপো। এই দুই ডিপো থেকে তিনটি রুটে মেরেকেটে ১৭টি ট্রাম রোজ বার হচ্ছে। টিকিট বেচে দৈনিক মোট আয়ের পরিমাণ ২৬ হাজার টাকার মত। মাসে সরকারকে প্রায় ২১ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে ট্রামের খাতে।

এত ভর্তুকির কারণ কী? সংস্থার এক আধিকারিক এই প্রতিবেদককে জানান, মূলত প্রায় ৭০০ স্থায়ী কর্মীর বেতন দিতে নাভিশ্বাস উঠছে। এই কর্মীদের সিংহভাগ বসে বসে বেতন পাচ্ছেন। কারণ, কাজ নেই। এ ছাড়াও, বিদ্যুতের বিল ও আনুষঙ্গিক নানা খরচ আছে।

বিভিন্ন ডিপোয় এখনও রয়েছে ২৪৮টি ট্রাম। এর বেশিরভাগের গায়ে দূর্বা ও শ্যাওলা জন্মে গিয়েছে। ট্রাম ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লইজ ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সুবীর বসু এ কথা স্বীকার করে বলেন, 'সরকার আদৌ ট্রাম চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে এইসব পরিত্যক্ত ট্রামের মধ্যে এখনও ৭২-৭৪টি চালানো সম্ভব। অন্যথায় সামান্য সম্ভাবনাময় এই সব ট্রামও চিরতরে অকেজো হয়ে যাবে।'

তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে ট্রাম সংস্থায় ২৮ জন অফিসার ছিলেন। এখন সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ১। তিনিও সামনের বছর অবসর নেবেন। ট্রামের রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞ শ্রমিকের সংখ্যাও তলানিতে ঠেকেছে। কম মজুরির শিক্ষানবিশ শ্রমিক দিয়ে ঠেকার কাজ চালানো হচ্ছে।

অবস্থা এমন হয়েছে বিপুল ঐতিহ্যের এই যান নানা কারণে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করতে পারছে না সরকার। আবার, বাঁচিয়ে রাখার পথও বন্ধ। কয়েক বছর আগে কালীঘাট ও টালিগঞ্জ ডিপোর জমি বেচে বেশ কয়েক কোটি টাকা আয় করেছিল সরকার। আইনি বাধা এড়ানো গেলে আরও ডিপোর জমি বেচে সরকার আরও টাকা আয়ের চেষ্টা করবে বলে শ্রমিক-কর্মীদের আশঙ্কা।

এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ অতি সম্প্রতি জানিয়েছে, ট্রাম রাজ্যের ঐতিহ্য। তাই অহেতুক বিতর্ক না করে তাকে রক্ষা করার বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা দরকার। এই সঙ্গে ট্রাম বাঁচাতে কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বেঞ্চ। ট্রামকে আধুনিক করে নতুন প্রজন্মের কাছে কী ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেও বলেছে বেঞ্চ। আদালতের শীতকালীন ছুটির পরে রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যকে।

# সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে মঙ্গল কামনায় অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ৩৭৩ বছরের প্রাচীন ব্যারাকপুর শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের গণেশপুরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা মন্দির। প্রতি বছরের মতোই রবিবার ঘটা করেই পালিত হল ৪১ তম অন্নকূট উৎসব। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অন্নকূট মহোৎসবের সূচনা করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। ভক্ত সমাগমে এদিন মন্দির প্রাঙ্গণ মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মায়ের কাছে পুজো দিয়ে সাংসদ বলেন, 'অতি প্রাচীন এই মন্দির। মায়ের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করলাম।' সাংসদের কথায়, এই মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে। এখানকার চাষিরা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিপদ কাটাতে তৎকালীন সময়ে চাষিরা মায়ের শরনাপন্ন হয়েছিলেন। মায়ের আশীর্বাদে চাষিরা এখন ভালোই আছেন।'

অন্নকূট উৎসবে সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান যথাক্রমে অরুন ঘোষ ও সোমা মালিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাবন দে প্রমুখ।

## সম্পাদকীয়

# মানুষের কাজের ব্যবস্থা করার দায় সরকারেরই!

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের একটি সার্ভে রিপোর্ট উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, গত দু'বছরে দেশে বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন। এর অর্থ, উন্নয়নের সুফল গ্রাম-শহরে সমানভাবে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি বলতে আসলে ছোটখাট কাজ করে রোজগার করা বা ছোটখাট ব্যবসা করা মানুষের হার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। স্থায়ী চাকরি বলতে যা বোঝায় তা নয়। মোদির ভাষায় অবশ্য পকোড়ার দোকান খোলাটাও কর্মসংস্থান। কিন্তু এই সার্ভে রিপোর্টেই বলা হয়েছে, নিয়মিত রোজগার বা চাকরিরত মানুষের হার কমেছে। মোদি সেই আসল সত্যকে আড়াল করে অর্ধসত্য প্রচার করে কর্মসংস্থান নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার করেই চলেছেন। অথচ সার্ভে রিপোর্টে পরিষ্কার, কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তদের দুর্দশা মোদি জমানায় বেড়েছে। বলাই বাহুল্য, মোদি জমানায় সেভাবে নতুন শিল্প গড়েই উঠেনি। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যপূরণে ডাহা ফেল মোদি সরকার। উল্টে করোনাকালে বহু কলকারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে, যা পরবর্তীকালে আর খোলেনি। এসব জেনেবুঝেও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় কেন্দ্রের শাসক! আসলে অঙ্ক খুবই পরিষ্কার। বেকারের কাজ জুটলে যত ভোট আসবে, রামকে সামনে রেখে হিন্দু ভাবাবেগকে জাগাতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত হতে পারে। অতএব মোদি, শাহ, বিজেপি, সঙ্ঘ পরিবার, কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র পাখির চোখ 'মন্দির'। আপাতত অযোধ্যায় রামমন্দির যার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। এই একটি মন্দিরকে সামনে রেখেই সব ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনও বলা হচ্ছে, মন্দির হলে অযোধ্যায় বাড়বে কর্মসংস্থান। অর্থাৎ এক মন্দির সব সমস্যার সর্বংসহা। খোদ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অযোধ্যায় রামমন্দির হওয়ায় সেখানকার ফুল বিক্রেতা, পূজার সামগ্রী বিক্রেতা, ছোট ব্যবসায়ীদের আয় বাড়বে। এই মন্দিরকে সামনে রেখে বেকারি দূর করার পথও বাতলে দিয়েছেন বেকারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, এই বিশাল মন্দির দেখতে বহু লোক আসবে। ফলে আশপাশের গ্রামে ব্যবসা, রোজগার বাড়বে। মোদির দাওয়াই 'সবাই একটি করে গরিব পরিবারকে সাহায্য করুন। এটাই ভারতে গরিবি দূর করার রাস্তা।' এভাবেই সম্ভবত কর্মসংস্থানের বিষয়ে সরকারের গুরুদায়িত্বটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল। দেশের মানুষ যাতে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারেরই। সেই দায়িত্বটি কৌশলে আড়াল করতে কখনও পকোড়ার ব্যবসা, কখনও বা মন্দির গড়ে কর্মসংস্থানের কথা শোনাচ্ছেন দেশশাসক! যা আসলে শিক্ষিত বেকার যুব সমাজের কাছে প্রতারণারই শামিল।

## শাশ্বত কথা

### প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর

প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া। নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি, আর আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ।

— স্বামী বিবেকানন্দ

## জন্মদিন

## আজকের দিন

আশাপূর্ণা দেবী

*১৯০৯ বিশিষ্ট সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর জন্মদিন।*
*১৯৩৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন।*
*১৯৫৭ বিশিষ্ট সাঁতারু নাফিসা আলির জন্মদিন।*

# ঢাকায় যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে যুবসমাজের তীব্র উন্মাদনা

ড. বিমলকুমার শীট

ভারতবর্ষ বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধন্য। তারা নিজ নিজ মতাদর্শের দ্বারা জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন যুগ পুরুষ যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ বিশেষ করে যুবকেরা। আধ্যাত্ম ভাবনায় ভাবগম্ভীর হলেও তিনি কথোপকথনের ক্ষেত্রে পরিহাস রসিকতা তার জনসংযোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি দেশ বিদেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করলেও হিন্দু সমাজের মৌলবাদী অন্ধতার বিরুদ্ধতা করেছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাদর্শ বিষয়ে তার সহিষ্ণুতা লক্ষণীয়। মৃত্যুর এক বছর তিন মাস আগে স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা পরিভ্রমণ করেন (১৯ মার্চ, ১৯০১ খ্রিঃ)। এ সময় প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমচন্দ্র ঘোষ তার দর্শন লাভ করেন।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বরানগরের মঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৮৮৭, ১৮৮৮ ও ১৮৮৯ সালের বিভিন্ন সময়ে তিনি উত্তর ভারতের নানা স্থানে মাঝে মাঝে পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯০ সালের শেষ দিকে তিনি ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ছোটবোনের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে কলকাতা ফিরে আসেন। ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ভারত পরিভ্রমণে বেরোন। প্রায় দু-বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আলোয়ার, জয়পুর, আজমীর, খেতড়ি, আমেদাবাদ, কাথিয়াওয়াড়, জুনাগড়, পোরবন্দর, দ্বারকা, বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুণা, বেলগাঁও, ব্যাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর মাদুরাই, রামানাদ, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করেন। ১৮৯৩ সালে ৩১মে 'পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্ট কোম্পানির' পেনিনসুলার নামক জাহাজে চড়ে আমেরিকার শিকাগো শহর অভিমুখে যাত্রা করেন। তারপর ইউরোপের নানা স্থানে পরিক্রমা করে ১৮৯৭ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৮৯৯ সালে দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সেখান থেকে ১৯০০ সালের ৯ ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। এরপর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে আবার উত্তর ভারত যাত্রা করেন। তারপর ফিরে এসে আসাম ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করেন। ১৮ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ববঙ্গ যাত্রা করেন এবং ৫ এপ্রিল, চন্দ্রনাথ মন্দিরের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর এই পরিক্রমা পথ দেখলে বোঝা যায় স্বামী বিবেকানন্দ একবারের বেশি পূর্ববঙ্গ ঢাকা পরিভ্রমণ করেন নি। আর ঢাকা পরিভ্রমণ ছিল তাঁর জীবন সায়াহ্নে।

১৯০১ সালে ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ঢাকায় পদার্পন করেন। উপস্থিত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ (১৮৮২/১৮৮৩-১৯৮০)। তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ-নেতা। তখন তিনি ছাত্র। তিনি লিখেছেন স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই স্টেশনে এত ভিড় হয়েছিল যে সকলের দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে ট্রেন যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল তখন স্টেশনে ছাপিয়ে গেল মানুষের ভিড়। স্বামীজীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন ঢাকার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সকলেই সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যুবকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনা। দলে দলে অসংখ্য ছাত্র ওই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল।

অন্যান্য অসংখ্য যুবক ও বয়স্ক দর্শনার্থীর সঙ্গে হেমচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর বন্ধুরা রোজই স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে ঢাকায় স্বামীজীর বাসস্থান ফরাসগঞ্জে মোহিনীমোহন দাসের বাড়ি যেতেন। ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ এবং পগোজ স্কুলের মাঠে স্বামীজী ইংরেজিতে দুটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দুটি বক্তৃতাতে প্রচুর লোক হয়েছিল। জগন্নাথ কলেজের বক্তৃতায় কয়েক হাজার লোক হয়েছিল । পগোজ স্কুলের বিরাট মাঠে আরো বেশি। স্বামীজীর স্পর্শে ও তাঁর বাণী হেমচন্দ্র ঘোষ সহ তাঁর বন্ধু সকলকে এক অপূর্ব চৈতন্য লোকে নিয়ে গেল। হেমচন্দ্র ও তাঁর বাছাই করা কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু (যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ প্রমুখ্ সব সুদ্ধ দশ বারোজন পরবর্তীকালে হয়েছিল এক একটা দুর্ধর্ষ মুক্তি-সংগ্রামী। স্বামীজীর সঙ্গে হেমচন্দ্র সহ তাঁর বন্ধুদের সাক্ষাৎকার তাদের সকলের সামনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্র এবং তার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র ও আরও কয়েকজন মিলে ঢাকায় 'মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন করেছিলেন যা পরে আরও বৃহৎ আকারে 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স'এ রূপান্তরিত হয় ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বক্তব্য হল যে ভারতের স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স' যদি ভারত থেকে তাদের দূর করে দেওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবে তার মূলে ছিল সেই আগ্নেয়গিরি থেকে, সেই বিরাট আগুন থেকে ছিটকে আসা কয়েকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যেগুলি একদিন গুটিকয় কিশোর এবং তরুণের বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং সেগুলিই নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে তাদের অকুতোভয়ে মুক্তির দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী করেছিল।

ঢাকায় শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর স্বামীজীর ভাষণের প্রতিক্রিয়া আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী (সে সময় কলেজ ছাত্র) সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করবার স্থান স্থির হল শহরের কেন্দ্রস্থল জগন্নাথ কলেজের বিরাট প্রাঙ্গনে। কলেজ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। তিনি এবং অন্যান্য ছাত্ররা স্বামীজীর ইংরেজি ভাষার ভাষণ শুনবার জন্য প্রধানত সমবেত হয়েছিলেন। ভাষণের পেছনে যে একটা অসাধারণ শক্তি ছিল, সেটা তখনই তারা অনুভব করেছিলেন। স্বামীজী যখন মঞ্চে দাঁড়ালেন তখন তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ল। স্বামীজীর ঢাকার বক্তৃতার এক নতুন সুর তিনি শুনতে পেলেন। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'। তোমরা চিনিয়া লও নিজেদের অমৃতের অধিকারী তোমরা। তোমাদের উন্নতির গতিরোধ করিবার শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দাসত্ব হইতে মুক্তি হইয়া তোমরা হইবে জগতের গুরু ও শিক্ষক। চাই তোমাদের আত্মবিশ্বাস। ভারত ছিল একদিন আধ্যাত্মিক চিন্তা জগতের শীর্ষ স্থানে। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবময় ও মহান। যুবক দলের প্রতি ছিল বিশেষ আহ্বান ওঠ, জাগো ! ছুঁড়ে ফেলে দাও আলস্য ও নির্জীবতা। এ তোমাদের শোভা পায় না। অগ্রসর হও। চরৈবেতি চরৈবেতি।

সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী আরও লেখেন, 'সে কী আহ্বান! কী তুর্য নিনাদ! — আজ তাহারা শুনিল সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি, জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিল সে ভাষণ। এমনই তন্ময়ভাবে শুনিল যে, তাহার সারাংশ ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করিল না। থাকিল শুধু তাহাদের অবচেতন মনে একটা বিরাট সর্বাত্মক চেতনা। চারিদিকে চলিল নানা প্রকার কল্পনা জল্পনাদ। রাজনীতিচর্চাকারীরা বলেন, স্বামীজী প্রচ্ছন্দ রাজনৈতিক নেতা, শীঘ্রই রাজনৈতিক ক্ষেত্র অধিকার করে বসবে। যুবকগণের চিত্তে সে ভাষণ এক সুদুর প্রসারী ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করল এবং জনসেবায় আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলল। সকলেই স্বীকার করবেন যে, এর প্রতিধ্বনি এবং প্রেরণা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের তীব্র স্বদেশিকতায়। ঢাকার জনচিত্ত সাড়া দিয়েছিল বিপুলভাবে তাঁর সেই বীর্যপূর্ণ আহ্বানে। ছিলেন না তিনি অহিংসাবাদের অন্ধ সেবক। একদিন প্রশ্ন উঠল , কোন খেলা ভাল? স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন- ফুটবল খেলা, যাতে আছে পদাঘাতের পরিবর্তে পদাঘাত, সেই সময় লাথি মেরে (এক) কুলীর প্লীহা ফাটিয়ে দেয় কোন দাম্ভিক ইংরেজ। এহেন মহাপুরুষ যাদের আদর্শ তাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতার সৈনিক।

ঢাকাতে স্বামীজীর অবস্থানকালে শহরের উকিল, কলেজের অধ্যাপক, বহু সম্ভ্রান্ত মানুষ, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এবং কলেজের ছাত্ররা তাঁকে দর্শন করার জন্যে, তাঁর কথা শোনার জন্য আসতেন। স্বামীজীর কথার বিশেষত্বই হল এই যে, একজন যত নগণ্য এবং তুচ্ছ হোক না কেন স্বামীজীর কথা তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা সঞ্চার করে দেয়। ঢাকাতে স্বামীজীর আগমনের কয়েকদিন পর তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী ঢাকা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে নারায়ণগঞ্জে এসেছিলেন । এটি ছিল তাদের বাড়তি পাওনা। তবে ঢাকাতে স্বামীজীর সম্পর্কে রক্ষণশীল মহলে অসহিষ্ণুতার মনোভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সর্বসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনার তুলনায় গোঁড়াদের অসন্তোষের ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য ছিল না। অগণিত মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনায় তা কার্যত চাপাই পড়ে গিয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ঢাকা সফর, তাঁর বাণী ও রচনা ভারতবর্ষের বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। গীতা এবং স্বামীজীর রচনা সমস্ত মুক্তি সংগ্রামীদের কাছেই ছিল, পরম পবিত্র বস্তু। ঢাকার মানুষদের বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে স্বামীজীর আগমন ও তাঁর বাণী বেশ প্রভাব ফেলে ছিল। অন্য কোন মাহাপুরুষ তাদের জীবনকে এ ভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। যদিও স্বামীজীর এই সফর ছিল একবার এবং সংক্ষিপ্ত।

# আউনি বাউনি-র সেকাল একাল

দীপংকর মান্না

দোরগোড়ায় পৌষ পার্বণ।আউনি বাউনি। পিঠে পুলি। নানা মেলা। বাঙালির ঘরে ঘরে নানা লোকাচারে তিন দিন ধরে চলে এই পৌষ পার্বণ।

পৌষ পার্বণের এক বড় লোকাচার আউনি বাউনি। অনেকে আউনি অর্থে লক্ষীর আগমনকে মনে করেন। বাউনি মানে লক্ষীর বন্ধন। গ্রাম বাংলার ধান ও লক্ষ্মী সমার্থক। বোঝাই যায় বন্ধন থেকে বাউনি। মানে বেঁধে রাখা। আউনি বাউনি। আস্টেপিষ্টে বেঁধে রাখা। বেঁধে রাখা হয় মজার লোকাচারে। নতুন খড়ে সরষে ফুল, মুলো ফুল, চালের গুড়ি, আম পাতা, বেলপাতা ইত্যাদি দিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে লম্বা করে বাঁধা হয় বাউনি। এবার সেই বাউনি বাঁধা হয় ধানের গোলা, চালের হাঁড়ি, টাকার বাক্স সহ নানা গৃহস্তলি স্থানে। বাউনি বেঁধে সারা বছর লক্ষ্মীকে আটকে রাখার চেষ্টা। চাল পূর্ণ ঘটে বাউনি বাঁধার অর্থ,যেন সারা বছর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। তিন দিন ধরে বাঁধা থাকে বাউনি। ঘরের মানুষ যেন তিন দিন কোথাও না যায়। প্রচলিত ছড়া—

*আউনি বাউনি*
*দূরে না যেও*
*ঘরে বসে তিন দিন*
*পিঠে পায়েস খেও।*

এই বাউনি আবার দু'প্রকার। হেটো বা ঘেটো বাউনি,আর সংক্রান্তি বাউনি।

পৌষ পার্বণের আর এক সৌভাগ্যের লোকাচার মকর। মকরের দিন বাড়ির উঠান বা দোর, বর্তমানে বাড়ির ছাদে আল্পনা দিয়ে একটা গোলাকার গন্ডি তৈরি করা হয়। সেই গন্ডির মধ্যে লক্ষ্মীর পা, গয়না, পেঁচা, কাস্তে, মা, ধানের গোলা, কাস্তে, কোদাল, কুলো, চালুনি, ধামা, লাঙল, দাঁড়িপাল্লা সহ বাড়ির প্র্যাতহিক জীবনের ব্যবহৃত ছবি আঁকা হয়। লক্ষ্মীর পা আঁকা হয় ঘর পর্যন্ত, যেখানে বাউনি বাঁধা হয়। মাঝখানে ঢালা হয় নতুন ধান। ধানের ওপর দেওয়া হয় মোট বিড়ে। মোট বিড়ে হচ্ছে সৌন্দর্য ভরা গুচ্ছ ধানের শীষ। সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পুজো। কৃষিজীবী মানুষের কাছে ধানই জীবন। ধানের ফলনের ওপর বেঁচে থাকা। তাই মা লক্ষ্মীকে বাঙালি ধান নিবেদন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। পরের দিন সূর্য ওঠার আগে ধান তুলে রাখা হয়। বাড়ির পুরুষ কুনকে দিয়ে বাহান্ন সপ্তাহের জন্য বাহান্নবার, আর বাড়িতে আগত আত্মীয়দের জন্য আরও কিছু কুনকে ধান তুলে রাখা হয়। এটা সারা বছর খাদ্যের প্রয়োজনীয় ধান গচ্ছিত রাখার প্রতীক।

পৌষ পার্বণের মজাদার লোকাচার পিঠে পুলি। তিন দিন ঘরে বসে নানা পিঠে খাওয়া। আগে থেকেই শিলে বা হামানদিস্তায় গুঁড়িয়ে রাখা হয় চাল। একে বলে গুঁড়ি। আগে এই চাল গুঁড়নো হতো ঢেঁকিতে। ঢেঁকি আজ অবলুপ্ত। বর্তমানে চাল গুঁড়নো হয় মেশিনে। কেউ কেউ বাড়িতে মিক্সার করে চাল গুঁড়ো। এই গুঁড়িকে নানা প্রনালীতে তৈরি হয় নানা পিঠে, আসকে পিঠে, সরুচাকলি, পাটিসাপটা, রসপুলি, চন্দ্রপুলি, রসবড়া, মুগসামলি কতকি।

পৌষ পার্বণের এই সুন্দর সৌভাগ্যের লোকাচার আগেকার মানুষ খুব নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন।আজকের এই ডিজিটাল যুগে সেই লোকাচার অনেকটা কমে গিয়েছে। একেবারে বন্ধ না হলেও তা এখন অন্য রূপে দেখা যায়। ঘরে বসে ফুল তুলে ঠাকুর তলায় বাউনি বাঁধা কমে গিয়েছে। বিড়ে, মোট বিড়ে, বাউনি, সরষে ফুল, মুলো ফুল, গাঁদা ফুল, আমপাতা, বেলপাতা বিক্রি হয় বাজারে। চালের গুড়ি-ও কিনতে পাওয়া যায় দোকান বাজারে। শীতের মেলায় বিক্রি হয় নানা পিঠে। এখন কিছু মিষ্টির দোকানেও পাওয়া যায় পিঠে। আগে মকরের দিন মেয়েরা 'মকর', পাঠাতো, মানে সই রাখা। তাদের মধ্যে থাকতো ভালোবাসার মেলবন্ধন। এখন আর কেউ মকর পাঠায় না। সাগর মানে গঙ্গাসাগরে গেলে পাঠায় না কেউ এখন আর 'সাগর' সই।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# পানাগড়ে ৩ জনের খুনে গ্রেপ্তার যুবক

## কাকিমা ও মৃত ভাইঝির সঙ্গে ধৃতের প্রণয়ের সম্পর্ক!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** পানাগড়ের রেলপাড়ে ৩ জনের খুনের ঘটনায় এবার গ্রেপ্তার হল সারদাপল্লির এক যুবক। ধৃতের নাম শেখ জুনেদ ওরফে পাপ্পু। ধৃতকে রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতকে ৬ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ধৃতের পানাগড় ও রাজবাঁধে দু' জায়গায় দু'টি বাড়ি আছে। শনিবার গভীর রাতে পানাগড়ের রেলপাড়ের সারদাপল্লির বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ফোনের সূত্র ধরে প্রায় দেড় মাস পর চলতি মাসের গত ২ তারিখ রাতে সিমরনের কাকিমাকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ মহম্মদ জুনেদের নাম জানতে পারে। জুনেদের সঙ্গে সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে দাবি। একই এলাকার বাসিন্দা হওয়ার কারণে জুনেদের ঘনঘন যাতায়াত ছিল তাঁদের বাড়িতে। আরও দাবি, সিমরনের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে ওঠে জুনেদের। এরই মধ্যে জুনেদ সিমরনকে বিয়ে করার বিষয়ে মনস্থির করে বসে। পুলিশের অনুমান, জুনেদের থেকে সিমরনকে দূরে সরাতেই হত্যার পরিকল্পনা করা হতে পারে। অন্যদিকে ঘটনার দিন বাড়িতে আরও দু'জন উপস্থিত থাকায় প্রমাণ লোপাট করতে তাঁদেরকেও খুন করা হয় বলে অনুমান পুলিশের। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ পানাগড়ের রেলপাড়ের বাসিন্দা রাজা বিশ্বকর্মার বাড়ি থেকে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতরা হলেন সিমরন বিশ্বকর্মা (২৩), সীতা দেবী (৭০), ও সনু বিশ্বকর্মা (২১)। সীতাদেবী ও সোনু বিশ্বকর্মা ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। জানা যায়, রেলপাড়ের বাসিন্দা ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে অসমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ছোট মেয়ে সিমরন বাড়িতেই ছিলেন। সিমরনের দিদিমা সীতাদেবী ও মামা সোনু ঝাড়খণ্ড থেকে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।

ঘটনার দিন দুপুর বারোটা নাগাদ প্রতিবেশীরা সোনুকে বাড়ির উঠোনে বাকিদের ঘরের ভেতরে আলাদা আলাদা ঘরে খাটের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে পৌঁছয় পুলিশ। তদন্তে নেমে একাধিকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

# রাজ্যের সমালোচনায় সরব কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল:** রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাটিল। 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' কর্মসূচিতে রবিবার বিজেপি দলের পক্ষ থেকে একটি সভা করা হয়। সেখানেই তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনহিতকর প্রকল্প রয়েছে। সে সব প্রকল্প থেকে সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ সুবিধা পেলেও, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ। কারণ এই রাজ্যের সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে লাগু হতে দিচ্ছে না। ফলে রাজ্যের মানুষ মুদ্রা যোজনা, কিষান সম্মান যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজ্যের সব মানুষ কেন্দ্র সরকারের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাবে বলে দাবি করেন কপিল মোরেশ্বর পাটিল।

এদিন সকালে সভাটি হয় অণ্ডাল গ্রামের ধর্মরাজতলা চত্বরে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাটিল, আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, দলের জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত মিশ্র সহ অন্যরা।

# বর্ধমানের দু'টি পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষকে বস্ত্রদান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** রবিবার হুগলি জেলার শ্রীরামপুর বটতলা হকার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার যৌথ উদ্যোগে বর্ধমান শহরের দু'টি পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নতুন পুরনো মিলিয়ে প্রায় ৭০০-৮০০ বস্ত্রদান করা হল।

বটতলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সংস্থার সম্পাদক জয়দেব দাস এবং আরও অনেকে শ্রীরামপুর থেকে দু'টি গাড়িতে করে এই সমস্ত বস্ত্র বর্ধমান নিয়ে আসেন। বর্ধমান সহযোদ্ধার তরফ থেকে সংস্থার সহ-সভাপতি ফাল্গুনী দাস রজক এবং সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোদা তালতলা এবং ঝিঙ্গুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তাঁদের নিয়ে যান এবং সেখানে আদিবাসীদের হাতে সে সব বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

# অন্যভাবে পালন তৃণমূল নেতার নাতির জন্মদিন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল:** নাতির জন্মদিনে দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের জন্য অনন্য আয়োজন করলেন তৃণমূল নেতা তথা উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্মরণ সাইগল। রবিবার স্মরণবাবুর নাতি ঋষভ পাঁচ বছরে পড়ল। সেই পাঁচ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে শংকরপুর মোড়ে নিজের বাসভবনেই এদিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি হয়। অতিথি হিসাবে দুপুরে আমন্ত্রিত ছিল এলাকার দুঃস্থ পরিবারের প্রায় ২৫০জন শিশু। আমন্ত্রিত শিশুদের সঙ্গে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটে ছোট্ট ঋষভ। তারপর শুরু হয় এলাকার দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের ভুড়িভোজের আয়োজন। শুরু হয় খাওয়া দাওয়ার পালা। দুপুরের খাবারে ছিল ভাত, ভেজ ডাল, মিক্স সবজির সঙ্গে মাছ, খাসির মাংস, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি, আইসক্রিমও। খাওয়া শেষে প্রত্যেক শিশুর হাতে প্যাকেট বন্দি উপহার তুলে দেয় ছোট্ট ঋষভ। তৃণমূল নেতা তথা উখড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের এই উদ্যোগকে এলাকার অনেকেই সাধুবাদ জানান।

# রাজ্যে প্রথম মুকুটমণিপুর মেলায় আদিবাসী ফ্যাশন শো

## র‍্যাম্পে হাঁটলেন খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** রাজ্যে এই প্রথম বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর মেলায় অনুষ্ঠিত হল আদিবাসী ফ্যাশন শো। স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি এই ফ্যাশন শোয়ে র র‍্যাম্পে হেঁটে ঝড় তুললেন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিও। মূলত পর্যটকদের সামনে আদিবাসী সংস্কৃতি ও তাঁদের পোশাক তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ শো বলে দাবি মেলা কমিটির।

দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র মুকুটমণিপুর। এই মুকুটমণিপুরের পর্যটনের বিকাশের লক্ষ্যেই আজ থেকে ২৪ বছর আগে সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছিল মুকুটমণিপুর মেলা। যে মেলার আরও একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল স্থানীয় আদিবাসী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। সেই লক্ষ্যেই এবার প্রথম মুকুটমণিপুর মেলায় আদিবাসী ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করে মেলা কমিটি।

মেলা কমিটির দাবি, বছরের বিভিন্ন সময়ে আদিবাসীদের নিজস্ব উৎসব রয়েছে। রয়েছে নানা সামাজিক অনুষ্ঠান। সেই উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটিতে আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে আলাদা আলাদা পোশাক পরার চল রয়েছে। সেই পোশাকগুলি পরার ধরণও আলাদা আলাদা। মূলত সেই পোশাকগুলির ধরণ ও তা পরার ধরণ তুলে ধরাই ছিল এই ফ্যাশন শোয়ের উদ্দেশ্য। রাজ্যে প্রথম আদিবাসী ফ্যাশন শো হওয়ায় এই শোকে ঘিরে পর্যটকদের যেমন ছিল বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, তেমনই এই শোকে ঘিরে মেলা উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতিও ছিল নজরকাড়া।


### দলিল হারিয়েছে

মূল হস্তান্তর স্বত্ব দলিল তারিখ ০৯.০৮.২০১১, সংশ্লিষ্ট জমি পরিমাণ আনুমানিক **৩ কাঠা** সমপরিমাণ **৪.৯৫ ডেসিমেল** বা কমবেশি অবস্থিত **মৌজা- কাজীপাড়া,** জেএল নং ৩২, এলওপি নং : ৭০০ , আরএস দাগ নং ৪৩৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১, এলআর দাগ নং ৯৯/৪৩৮, এলআর খতিয়ান নং ১৭৫৯ অধীন, হোল্ডিং নং ২৭৭/২। ওয়ার্ড নং ২১, থানা- চাকদহ, চাকদহ পুরসভা অধীন, এডিএসআর চাকদহ অধিক্ষেত্রে, জেলা- নদিয়া, এবং উক্ত জমির চৌহদ্দি উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া পাকা সড়ক, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : বসন্ত সমাদ্দার এর ভবন এবং খালি জমি, পশ্চিমে : সুশান্ত সাধুখাঁ এবং সুকুমার সাধুখাঁ এর ভবন এবং খালি জমি, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চাকদহ, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৬, পৃষ্ঠা ৩৯৭৪ থেকে ৩৯৮৪, দলিল নং **০২৮৫৭-২০১১** সালের অনুযায়ী হারিয়ে গিয়েছে এবং স্থানান্তরিত হয়েছে। একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং : ৩৮১৭ চাকদহ থানায় **৩১.১২.২০২৩** তারিখে আমার মক্কেল **সঞ্জীবন সাধুখাঁ** কর্তৃক দাখিলকৃত হয়েছে। উক্ত দলিল কোনও ব্যাঙ্কে বন্ধক দেওয়া নেই। আমার মক্কেল ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য উক্ত সম্পত্তির দলিল বন্ধক দিতে আগ্রহী। কোন ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অথবা কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

**রীতু হেলা**
**অ্যাডভোকেট**
বারাকপুর আদালত
মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

### নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েতে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক অস্থায়ী সাফাই কর্মী ও নাইট গার্ড চুক্তিতে নেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ১২/০১/২০২৪ বেলা ২ ঘটিকা। বিশদ বিবরণের জন্যে ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েতে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ২ ঘটিকার মধ্যে যোগাযোগ করা যাবে।

**প্রধান**
**ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েত**
**রাণীনগর-১ মুর্শিদাবাদ**

### বিজ্ঞপ্তি

**In The Court of District Delegate, Paschim Medinipur**
**Probate Case No.- 9/2023**

মাইনুরা বেগম .................. দরখাস্তকারিনী।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে,. মৃত সেখ গরিবুল্লা পিতা- আঁব্দুল রহমান গ্রাম- এলোনি, পোঃ- মহিষদা, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর উক্ত নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উইল মোতাবেক পাওয়ার জন্য তাহার স্ত্রী একমাত্র ওয়ারিশ মাইনুরা বেগম। উপরোক্ত মোকর্দ্দমা মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকলে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফত কোর্টে হাজির হইয়া 09.2.24 তারিখে আপত্তি দাখিল করিবেন । অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

**তপশীল সম্পত্তির বিবরন ঃ-** জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, মৌজা- দেউটি, জে. এল নং -২৯৭, খতিয়ান নং- ২৯৩, দাগ নং - ২৬, প্রকৃতি - জল, পরিমান- ০.২০ এঃ।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, মৌজা- দেউটি, জে. এল নং- ২৯৪,

| এল আর খতিয়ান নং | দাগ নং | প্রকৃতি | পরিমান |
|---|---|---|---|
| ২৯৩ | L.R & R.S২৬ | জল | ১০.২ ডেঃ |
| ৩৫২ | L.R & R.S ১৭৮ | জল | ৫.১২ডেঃ |
| ২৮৮ | L.R & R.S১০১ | জল | ৮.৫ডেঃ |
| ২৯৩ | L.R ২৬ | জল | ৫.১ডেঃ |
| ৩৫২ | L.R ১৭৮ | জল | ২.৫৬২ডেঃ |
| ২৮৮ | L.R ১০১ | জল | ৪২৫ডেঃ |

মোট - ৩৫.৭৩৭ ডেঃ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **থানা- কেশপুর,** মৌজা- মোহিষদা, জে. এল নং- ২৯৮,

| এল আর খতিয়ান নং | দাগ নং | প্রকৃতি | পরিমান |
|---|---|---|---|
| ৫৬৫ | L.R ৩৯ & R.S৩২ | জল | ৮৫ ডেঃ |
| ৫৬৫ | L.R ৩৯ & R.S৩২ | জল | ৪.২৫ডেঃ |

মোট - ১২.৭৫ ডেঃ

**জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, মৌজা- হাতকাটা, জে. এল নং- ২৯৫।**

| এল আর খতিয়ান নং | দাগ নং | প্রকৃতি | পরিমান |
|---|---|---|---|
| ২৪২ | L.R & R.S ২৪১ | জল | ২.৭৫ ডেঃ |
| ২৪২ | L.R & R.S ২৪১ | জল | ১.৩৭৫ডেঃ |

মোট - ৪.১২ ডেঃ

**জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, মৌজা- ইলুনি, জে. এল নং- ২৯৯,**

| L.R খতিয়ান নং | L.R & R.S দাগ নং | প্রকৃতি | পরিমান |
|---|---|---|---|
| ৬৫ | ৯১ | জল | ১.৭৫ডেঃ |
| ৪৭০ | ১০২ | কালা | ৪ডেঃ |
| ৪৭০ | ১০৩ | বাস্তু | ২.২৫ডেঃ |
| ৪৭০ | ১০৪ | পুকুর | ১.২৫ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৫ | বাস্তু | ০.০৩২ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৬ | পুকুর পাড় | ০.০৩২ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৭ | পুকুর পাড় | ০.০৬৪ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৯ | পুকুর পাড় | ০.০৮ডেঃ |
| ৪৭০ | ১২২ | পুকুর | ০.৮৮ডেঃ |
| ৪৭০ | ১২৩ | পুকুর পাড় | ০.০১৬ডেঃ |
| ৪৭০ | ১২৪ | পুকুর পাড় | ০.০১৬ডেঃ |
| ৪৭০ | ৯২ | পুকুর পাড় | ১.৮৭৫ডেঃ |
| ৬৫ | ৯১ | জল | ০.৮৭৫ডেঃ |
| ৪৭০ | ১০২ | কালা | ২ডেঃ |
| ৪৭০ | ১০৩ | বাস্তু | ১.১২৫ডেঃ |
| ৪৭০ | ১০৪ | পুকুর | ০.৬২৫ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৫ | গোয়াল | ০.০১৬ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৬ | বাস্তু | ০.০১৬ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৭ | বাস্তু | ০.০৩২ডেঃ |
| ৪৭০ | ১১৯ | বাস্তু | ০.০৪ডেঃ |
| ৪৭০ | ১২২ | পুকুর | ০.৪৪ডেঃ |
| ৪৭০ | ১২৩ | পুকুর পাড় | ০.০০৮ডেঃ |
| ৪৭০ | ১২৪ | পুকুর পাড় | ০.০০৮ডেঃ |
| ৪৭০ | ৯২ | বাস্তু | ০.৯৩৭ডেঃ |

মোট - ১৮.৩৬ ডেঃ

21/12/2023 অনুমত্যানুসারে,
Tapas Ranjan Chakraborty সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত , পশ্চিম মেদিনীপুর

### ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

**কেন্দ্রীয় সরকার**
**রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে**

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

**মিলেনিয়াম রাইটিং প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U74940WB1999PTC090369)** রেজিস্টার্ড অফিস ১৩, ব্রাবোর্ন রোড, সুবল দত্ত বিল্ডিং, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সোমবার ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**গুজরাত রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

১৩, ব্রাবোর্ন রোড, সুবল দত্ত বিল্ডিং, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আবেদনকারীর পক্ষে
**মিলেনিয়াম রাইটিং প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড**
স্বা/-
চিরাগ দ্রোলিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০৯৪৩৩৩৯

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০১.২০২৪

### SBI এসবিআই থালিয়া শাখা (০৮৯২৩)

পোস্ট-থালিয়া, থানা-জয়পুর, হাওড়া- ৭১১৪০১
ই-মেইল: sbi.08923@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ {রুল-৮(১)} **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**এ/সি নং ৪০৮৫২৮১৬০৪৪ (সিসি)**

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, থালিয়া শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০১.১১.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **মেসার্স প্রতাপ বস্ত্রালয়,স্বত্বাধিকারী- শ্রী হারাধন চৌধুরী, পিতা- তারাপদ চৌধুরী, সাহাগরি মোড়, গ্রাম- সাহাগোরি, পোস্ট- খোরাপ, থানা- জয়পুর, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১৪০১, বাসস্থান: গ্রাম- সাহাগোরি, পোস্ট- খোরাপ, থানা- জয়পুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪০১, জামিনদার- শ্রীমতী অশিমা পাঠক স্বামী- সাধু চরণ পাঠক, গ্রাম- ভাতেঘোরি পূর্ব পাড়া থালিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা - হাওড়া, পিন-৭১১৪০১** -কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,৬২,৬২৩.০০ /- টাকা (ষোল লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র) ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ সহ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা এবং / বা জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন ৪ **জানুয়ারি,২০২৪** তারিখে, উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেনে **১৬,৬২,৬২৩.০০/- টাকা (ষোল লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র) ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ সহ, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, থালিয়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তি ১:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৫ শতক, সেখানে থাকা একটি একতলা পাকা বিল্ডিং সহ, যার অবস্থান-মৌজা- সেহাগরি, জেএল নং-১১২-এ এখন ১০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ২২২৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০৭৭, থালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- সেহাগরি, থানা- জয়পুর, জেলা - হাওড়া, ২০০৬ সালের দলিল নংআই- ৩৮৩৫, এডিঅএসআরও- আমতা।

**সম্পত্তিটি শ্রী হারাধন চৌধুরীর নামে আছে,** পিতা-তারাপদ চৌধুরী।

**সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর-তারাপদ চৌধুরীর সম্পত্তি, দক্ষিণ -অন্যদের জমি, পূর্ব - অন্যদের জমি, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ এবং কানাইয়ের জমি দ্বারা।

**সম্পত্তি ২:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৪ শতক, সেখানে থাকা একটি দোতলা পাকা বিল্ডিং সহ, যার অবস্থান- মৌজা- ভাতেগড়ি, জেএল নং-১০৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৩, এল.আর.খতিয়ান নং ৭৯৪, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৪৪১, থালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- ভাতেগড়ি,থানা- জয়পুর, জেলা- হাওড়া, বিয়িং ডিড নং- আই ৩২৯৪ সাল-১৯৮৯, এডিঅএসআরও- আমতা।

**সম্পত্তিটি শ্রীমতী অশিমা পাঠক,** স্বামী- সাধু চরণ পাঠকের **নামে আছে।**

**সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- প্রতিমা রায়ের আবাসিক সম্পত্তি; দক্ষিণ -বেচুরাম প্রামাণিকের আবাসিক সম্পত্তি; পূর্ব - স্বপন, তপন ও শক্তি খানরার জমি; পশ্চিম- ৫ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, প্রতিমা রায়ের সম্পত্তি দ্বারা।

**দ্রষ্টব্য:** দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

**তারিখ: ০৪.০১.২০২৪,**
**স্থান: থালিয়া, হাওড়া**
**অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

### SBI তারকেশ্বর এগ্রিকালচার কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ (০১৮৬৫)

চাউলপট্টি, পো. তারকেশ্বর, হুগলি-৭১২৪১০
ইমেল - sbi.01865@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV {রুল-৮(১)} দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তারকেশ্বর শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **১৭.০২.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শেখ রাহাতন আলি মন্ডল গ্রাম - গোবিন্দপুর, পো. সোয়াটা, থানা - ধনিয়াখালি, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১০** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩,৮৫,৭১৫.০০ টাকা (তিন লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ পনের টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তারকেশ্বর শাখার** নিকট বকেয়া **৩,৮৫,৭১৫.০০ টাকা (তিন লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ পনের টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভিটা জমি পরিমাণ কমবেশি ৫০৩ শতক মৌজা -গোবিন্দপুর, জেএল নং : ৮৯, আরএস দাগ এবং এলআর দাগ নং ১১, ১২, ৩১, ৫৩, ৫৪, ১২৭, ১৩১, ৩৮৯, খতিয়ান নং ৫৮০/৭১, গোবিন্দপুর অধীন, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** কাঁচা রাস্তা এবং জমি, **দক্ষিণে :** শালি কৃষি জমি, **পূর্বে :** বাস্তু জমি, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।

**দ্রষ্টব্য-** ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০২.০১.২০২৪, স্থান - তারকেশ্বর, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

### SBI এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি দুর্গাপুর (১০২৬৬)

সিটি সেন্টার শাখা, প্রেমিসেস, ৩য় তল, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: sbi.10266@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ (রুল-৮(১)) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি দুর্গাপুর শাখা**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ২৬.০৭.২০২৩ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী ননী গোপাল মুখার্জী, পিতা- প্রয়াত গৌরীশঙ্কর মুখার্জী, গ্রাম- সুকডাল, পোস্ট- বুদ বুদ, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৩** -কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **১,১৫,৫৬০.৪৬ টাকা (এক লক্ষ পনের হাজার পাঁচশত ষাট টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) ২০.০৭২০২৩ অনুযায়ী** তদুপরি আপ টু ডেট অর্জিত সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৫ জানুয়ারী, ২০২৩** তারিখে রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১,১৫, ৫৬০.৪৬ টাকা (এক লক্ষ পনের হাজার পাঁচশত ষাট টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) ২০.০৭২০২৩ অনুযায়ী** ও তার উপর সুদ, ব্যয়, আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি দুর্গাপুর শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**দলিল নং আই -৭৩১ সাল- ২০০২,**
জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৪টি শতক মৌজা- সুকডাল, জেএল নং-৩৭, খতিয়ান নং এলআর ২২৮৯, প্লট নং এলআর- ২১০৩, থানা-বুদ বুদ, জেলা- বর্ধমান।

**সম্পত্তিটি শ্রী ননী গোপাল মুখার্জীর নামে আছে,**
**চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** নির্মান ভট্টাচার্য এর বাড়ি; **দক্ষিণে-** নিজস্ব জমি; **পূর্বে-** নিজস্ব জমি; **পশ্চিমে-** নিজস্ব জমি দ্বারা।

**দ্রষ্টব্য:** দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

**তারিখ: ০৫.০১.২০২৪, স্থান: দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান** **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

### SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৪.০১.২০২৪** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৪.০১.২০২৪**

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে

প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা | ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি) | বকেয়া পরিমাণ | ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ঋণগ্রহীতা : **জিআরএস প্রোজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি, ডিরেক্টর/জামিনদাতা : ১) শ্রী সৌমিক ঘোষ,** পিতা শ্রী প্রশান্ত ঘোষ, **২) শ্রীমতি রাজরূপা ঘোষ,** স্বামী শ্রী সৌমিক ঘোষ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ২, উত্তর- পূর্ব দিকে, তৃতীয় তলে পরিমান আনুমানিক ৮৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্ট মৌজা- কৈখালি, জেএল নং- ৫, আরএস দাগ নং ৫২৬, খতিয়ান নং ২৮০, খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৩, প্রেমিসেস নং ১৫৬/৩৩, মালিরবাগান, কৈখালি, থানা-এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ৭০০০৫২। **(দান দলিল নং ৫২০৮-২০০৬ সালে এবং সংশোধিত দলিল নং ২৫৩৬-২০০৭ সালের অনুযায়ী সৌমিক ঘোষের নামে)** **(দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত)** | ক) ২১,০৭,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,১০,৭০০.০০ টাকা | ৬,৪০,০২,২৫৯.০০ টাকা এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী<br>যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫<br>ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা<br>পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৭.০১.২০২৪ | ক. নেই<br>খ. স্বত্ব দখলীকৃত |

**সম্পত্তির অনুসন্ধান**

| এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN100001798356 | সম্পত্তির অবস্থান | ফটোগ্রাফ | ভিডিও |
|---|---|---|---|---|

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা | ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি) | বকেয়া পরিমাণ | ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ২ | **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টর্ন ভিডিওটিক্স প্রা লি, প্রয়াত শেফালি গুহ-জামিনদাতার আইনি উত্তরাধিকারী : ১) শ্রী অভিজিৎ গুহ, ২) শ্রীমতি গৌতমী ধর, ৩) শ্রীমতি গোপা দত্ত রায়, ৪) শ্রীমতি রূপা ঘোষ জামিনদাতা - ১) শ্রীমতি সর্বাণী গুহ, ২) শ্রীমতি শর্বরী ঘোষাল, ৩) বিশ্বজিৎ গুহ** পিতা প্রয়াত এ আর গুহ, **৭) কেতন মৈত্র** পিতা প্রয়াত বি মৈত্র।<br>**সম্পত্তি নং : ০১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট - ২ বেড রুম, ১ বাথ রুম এবং ১ প্রিভি সহ, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশের অংশীদার মাকারারি বাস্তু জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০৪৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস ১ম তলে জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দারের জমি এবং সাধারণ চলার পথ যা রহিম ওস্তাগর রোড পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাক এর জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১১৫১-২০০৬ সালের।** **(স্বত্ব দখলীকৃত)**<br>**সম্পত্তি নং : ০২ :** সম্পত্তির সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ৫ পরিমাণ আনুমানিক ৫৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দক্ষিণ দিকে ৩য় তল, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত সমুদয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার সমুদয় ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৪৫, পঞ্চাননতলা রোড, জেলা -হাওড়া, থানা- শিবপুর, এসআরও হাওড়া। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চাননতলা রোড, দক্ষিণে: হোল্ডিং নং ১২৪ এবং ১২৫, সদর বক্সি লেন, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং ২৪৬, ২৪৭ পঞ্চাননতলা রোড, পশ্চিমে : ২৪৪ পঞ্চাননতলা রোড সমন্বিত। **উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতি শেফালি গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২৩৭৯ -১৯৯২ সালের (দখলের ধরন : প্রতীকী)।** | সম্পত্তি নং ১<br>ক) ২৩,১০,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,৩১,০০০.০০ টাকা<br>সম্পত্তি নং ২<br>ক) ১৫,৯২,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,৫৯,২০০.০০ টাকা | ৯,৭৪,৬৬,৭৩৯.৪৫ টাকা (নয় কোটি চুয়াত্তর লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ। আপনি আরও চুক্তির হার অনুযায়ী উক্ত পরিমাণের উপর সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ।<br>যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫<br>ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)<br>পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৭.০১.২০২৪ | ক. নেই<br>খ. সম্পত্তি নং ১ স্বত্ব দখলীকৃত এবং সম্পত্তি নং ২ প্রতীকী দখলীকৃত |

**সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান**

| এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN200003224267 | সম্পত্তির অবস্থান | ফটোগ্রাফ | ভিডিও |
|---|---|---|---|---|

**সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান**

| এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN400010076637 | সম্পত্তির অবস্থান | ফটোগ্রাফ | ভিডিও |
|---|---|---|---|---|

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৮.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

# এবার শিল্পীর বাড়ি-সহ খেলার মাঠ দখলেরও চেষ্টার অভিযোগ উঠল শংকর আঢ্যর বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** জমি, বাড়ি, গাড়ির পর এবার শিল্পীর বাড়ি সহ খেলার মাঠ দখলেরও চেষ্টা বালুর প্রিয় ডাকুর বিরুদ্ধে, অভিযোগ বনগাঁর ভাস্কর্য শিল্পীর। শুধুমাত্র কোটি কোটি টাকার আর সমাপ্তি নয় দখলদারির চেষ্টার পাশাপাশি বনগাঁ শহরের বিভিন্ন বাড়ি জমি থেকে শুরু করে খেলার মাঠ দখলদারির অভিযোগ। এমনকী দখলদারির জন্য কাঁটাতার দিয়েও ঘিরে দেওয়া হয় বাড়ি ব্যবসা। বনগাঁর বাসিন্দা প্রতিষ্ঠিত এক ভাস্কর্য শিল্পী সিন্টু ভট্টাচার্যের ব্যবসাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকী শিল্পীর নামে একাধিক মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয় একাধিক থানায় সমস্ত কিছুই করেছে ডাকু নিজের আধিপত্য খাটিয়ে। শিল্পীকে কার্যত এক ঘরে করে দেয়

ডাকু তার নিজের প্রভাব খাটিয়ে। একাধিক বার মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেও মেলেনি সুরাহা এমনকী লিখিত ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে আবেদন করেছিলেন এই শিল্পী। সৎ মানুষদের ওপর অন্যায় করলে চোখের জলের দাম দিতে হবে এদিন বনগাঁর ভাস্কর শিল্পী সিন্টু ভট্টাচার্য প্রাক্তন পুর প্রধান শংকর আঢ্যক গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রীতিমতো এই উক্তি তুলে ধরলেন। পাশাপাশি আদি ও নব্ব তৃণমূল নিয়ে আরও একবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে শংকর আঢ্যর কার্যকলাপকেও তিনি দলের ভাবমূর্তি ক্ষতি হচ্ছে বলে দায়ী করলেন। শংকর আঢ্যর মতো লোকজনই তৃণমূলকে ভাঙিয়ে ব্যবসা করেছেন বলেও অভিযোগ জানান তিনি। প্রসঙ্গত শিল্পী সিন্টু ভট্টাচার্যও আগাগোড়া তৃণমূল সমর্থক হিসেবেই কাজ করেছেন। নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবেও তাকে দেখা গিয়েছিল। তবে এরপরই নিজের দলের মানুষদের কাছ থেকেই রীতিমতো হুমকি-ধমকি এমনকী শাসানিও জোটে তার। এই ভাস্কর্য শিল্পীর শিল্পকর্ম আটকাতেও চেষ্টা চালিয়েছিলেন শংকর আঢ্য সহ তার অনুগামীরা। এদিন আক্ষেপের সুর শোনা গেল এই শিল্পীর গলাতেও। তিনি জানান, সার্থক নাম ওনার, বাবা-মা ঠিক বুঝেশুনেই এই নামটি দেখেছিল তারই কাজকর্ম আজ মানুষ দেখছে। ওই পরিবার শুধু সুবিধাই নিয়েছে একজন তৃণমূলের হয়ে অপরজন কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী লড়াই লড়েছে। আর তারই প্রতিবাদ করে শিল্পীর শিল্পালয় এর সামনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী মাটি ও দখলের চেষ্টা করেছে ইমানতি দ্রব্য ও অসামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। সে ক্ষেত্রেও ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিল্পী সিন্টু ভট্টাচার্য। নানাভাবে এর আগের কারণেই শুধু শিল্পী নয় শিল্পীর পরিবারকেও অনেকটাই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে শংকর আঢ্য গ্রেপ্তার হতে যেন চোখের জলের দাম মিলল। শুধু তাই নয় শিল্পী আবেদন জানান পশ্চিমবঙ্গের সব মানুষজনের যারা ক্ষতি করছেন তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

# ব্রিগেডে সমাবেশ বামপন্থীদের ঐতিহ্য : দিলীপ ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** ব্রিগেডে সমাবেশ করাটা বামপন্থীদের বহুদিনের একটা ঐতিহ্য। যতদিন পার্টি আছে তারা এরকম সমাবেশ করার চেষ্টা করবেন বলে মন্তব্য করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রবিবার সকালে কর্মীদের সঙ্গে বোগদা এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের বলেন, বামেরা বিধানসভা ভোটের আগেও ব্রিগেডে সমাবেশ করেছেন। ব্রিগেড ভরিয়েও একটা সিটও জিততে পারেনি। তৃণমূল তো ব্রিগেড করেইনি। বিজেপি করেছিল। গতবার আইএসএফ-কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। এবার তাদেরকে ডেকেছেন কি না জানা নেই। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, অধীর চৌধুরী বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ এবং মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, কিন্তু বিজেপির ক্ষমতা নেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার। সন্দেশখালিকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করুক বিজেপি। কিন্তু বিজেপি তা করবে না। কারণ তৃণমূল-বিজেপি জোট আছে। বিজেপি তো কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, কংগ্রেস তো এর আগে ডজন ডজন নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দিয়েছে। তাতে গণতন্ত্রের কি লাভ হয়েছে? মানুষেরই বা কি লাভ হয়েছে?

গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার তার দায়িত্ব পালন না করলে জনতা তা দেখবে। জনতা সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছে। বিজেপি দেখছে তাদের যে সিস্টেম রয়েছে। আমাদের দল সিস্টেমের বাইরে কিছু করে না। যারা গন্ডগোল করছে তাদের প্রতি যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেটা সরকার করছে। আদালত থেকে ইডি, সিবিআই করছে। এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হয়েছে পশ্চিমবাংলার মানুষ তা ভেবে দেখুক। তারাই তো ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। তারাই দেখুক, এই সরকার পশ্চিমবাংলাকে যারা পশ্চিমবাংলাদেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে তাদেরই লালন-পালন করছে। দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন ছিল, সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলাকে 'বোকামি' বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। মন্তব্য শতাব্দীর দাবি, এতে ক্ষতি হল দলের। উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, দলের কি হল সেই নিয়ে উনারা চিন্তিত। পশ্চিমবাংলা সহ দেশের কি ক্ষতি হচ্ছে সেদিকে চিন্তা নেই। তিনি যেখান থেকে এমপি হয়েছেন সেই বীরভূম জেলায় তো সবচেয়ে বেশি উপদ্রব। এরকম ঘটনা সেখানে বহুবার হয়েছে, আমাদের উপরও হয়েছে। আমি জানিনা তখন তিনি কি বলেছিলেন। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গ আস্তে আস্তে বীরভূম এক্সটেনশন হয়ে যাচ্ছে।

জানতে চাওয়া হয়, বামেদের আমন্ত্রণে বাংলায় নীতীশ কুমার আসবেন কি না? নানা সমীকরণের কথা মাথায় রেখে সিপিএম চাইছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আসুন। তাতে তৃণমূলকে বাদ দিয়ে বাংলায় 'ইন্ডিয়া'র ছবি তৈরি করতে পারবে আলিমুদ্দিন? দিলীপ ঘোষ বলেন, ইন্ডিয়া হবে কি না হবে, নীতীশ আসবেন কি আসবেন না, আমি জানিনা। তবে এটা ঠিক, সিপিএম বাঁচার জন্য এখন বহু লোকের হাতে পায়ে ধরছে। আর, বিহারে তো আশা নেই। তাই, ডুবে যাওয়ার আগে বেনারস, কলকাতা ঘুরে যান। কিন্তু যেখানেই যান বাঁচার কোনও রাস্তা নেই।

# পুলিশের বাড়িতেই ডাকাতি, ভোজালির কোপ পড়শিকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা!

এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। শনিবার গভীর রাতে সশস্ত্র ডাকাতের একটি দল আউশগ্রামের ছোড়া কলোনির কারগিলপাড়ায় সুশান্ত বিশ্বাস নামের এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে হানা দেয়। নগদ ৭০ হাজার টাকা এবং প্রায় তিন ভরি সোনার গয়না নিয়ে পালায় ডাকাত দল।

অভিযোগ, ডাকাতিতে বাধা দিতে গেলে সুশান্তবাবুকে মারধর করা হয়। সুশান্তবাবুর চিৎকার শুনে প্রতিবেশী এক যুবক বাইরে বেরিয়ে এলে তাঁকে ভোজালি দিয়ে কোপায় ডাকাত দল। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম নরোত্তম বিশ্বাস। তিনি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুঃসাহসিক এই ডাকাতির ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, ছোড়া কলোনির কারগিলপাড়ার বাসিন্দা পুলিশকর্মী সুশান্ত বিশ্বাস শনিবারেই ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, এক মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে। সুশান্তবাবুর দাবি, প্রায় রাত দুটো নাগাদ তিনি দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শুনে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। কাঠের দরজা খুলে দেখেন, কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙা। তখনই মুখঢাকা প্রায় সাত-আটজন দুষ্কৃতী তাকে ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেলে, তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, সুশান্তবাবুকে রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে একজন। তারপর তাঁর হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় আওয়াজ শুনতে পায় পাশের বাড়ির এক ছাত্রী বিচিত্রা বারুই (১৪)। রাতে সে ঘরে পড়াশোনা করছিল। সুশান্তবাবুর বাড়িতে কিছু হয়েছে ভেবে ঘর থেকে একাই বেড়িয়ে দেখতে ঢোকে সুশান্তবাবুর বাড়িতে। সুশান্তবাবুদের বাড়িতে ঢুকতেই বিচিত্রাকেও দুষ্কৃতীরা আটকে রেখে দেয় সুশান্তবাবুদের বাড়িতে।

সুশান্তবাবুর স্ত্রী জয়ন্তীদেবীর দাবি, দুষ্কৃতীদের সবার হাতেই অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তারা ঘরে ঢুকে লুঠপাঠ চালাতে থাকে। সুশান্তবাবুদের বাড়িতে যখন লুঠপাঠ হচ্ছিল, তখন তাঁদের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন প্রতিবেশী যুবক নরোত্তম বিশ্বাস। দুষ্কৃতীরা তাঁকে সামনে পেয়ে ঘিরে ধরে ভোজালি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে। চিৎকার শুনে আরও লোকজন জড়ো হতেই পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দুষ্কৃতীরা মাঠ দিয়ে পালিয়ে যায়।

রবিবার ডাকাতির ঘটনার তদন্তে আউশগ্রামে আসেন জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ। তিনি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। পাশাপাশি গোটা এলাকা ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিএসপি (ডিএনটি) বীরেন্দ্র কুমার পাঠক। প্রসঙ্গত, গত দু'সপ্তাহ আগে আউশগ্রাম থানার কাছেই একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় কয়েক লক্ষ টাকার গয়না, নগদ এবং লক্ষাধিক টাকার বিদেশি মুদ্রা লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতীরা।

# যুবনেত্রীর বিরুদ্ধে হুংকার, নেতৃত্বকে সময় বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়:** গত বুধবার রাতে বলাগড়ে তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয় যুব নেত্রীর বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ার পাশাপাশি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে এদিন সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি গত মঙ্গলবার ফেসবুক দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মনোরঞ্জন এবং বলেন, 'দু'দিন সময় দিলাম। না হলে, জন জাগরণ আন্দোলন শুরু হবে।' কার্যত দলের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

উল্লেখ্য, ৭ জানুয়ারি বিস্ফোরক কিছু ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছিলেন হুগলি জেলার বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তবে কার্যালয় ভেঙে দেওয়ার কারণে ফেসবুক লাইভ করা যাচ্ছে না বলে জানান ব্যাপারী। গত বুধবার রাতে বলাগড়ে তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। স্থানীয় তৃণমূল যুবনেত্রী রুনা খাতুনের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন মনোরঞ্জনবাবু। পালটা, মনোরঞ্জনবাবুর বিরুদ্ধে তোপ দেগে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন রুনাদেবী।

রবিবার ফের রুনা খাতুনের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন মনোরঞ্জনবাবু। মনোরঞ্জনবাবু যুবনেত্রীকে নিশানা করে বলেন, 'দলীয় কার্যালয় ভাঙা, দলীয় সদস্যকে মারধর, ঘর দুয়ার ভাঙা হল, অথচ দল তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এ থেকে বোঝা যায় তাঁরা কত শক্তিমান! কী ভাবে বলাগড় জুড়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে- যে সবাই তাদের ভয় পাচ্ছে!' যুবনেত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অনুগত মানুষ, যাঁরা আমার সঙ্গে আছেন, তাঁদের ওই ফুলন দেবী আর তাঁর স্বামী, কিছু পোষা গুন্ডা, তাদের সামনে- সেই হিংস্র হায়নার সামনে ফেলে কিছুতেই পালাব না। আমি লড়ছি আর আগামী দিনেও অবশ্যই লড়াই করব।'

তবে দলের যুবনেত্রীর বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ার পাশাপাশি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রবিবার সময়সীমা বেধে দেন তিনি। মনোরঞ্জন বলেন, 'দলের দিকে তাকিয়ে দেখব আর একটা-দুটো দিন। সঠিক বিচার না পেলে তারপর দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করব বলাগড় বাঁচাও, দুষ্কৃতী হঠাও জনজাগরণ আন্দোলন। তৈরি থাকুন! সতেরোটা অঞ্চল জুড়ে পদযাত্রা করব। থানার সামনে, বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ হবে। হবে প্রতীকী চাক্কা জ্যাম। গ্রেপ্তার বরণ। এটাই আমার সেই এসপার -ওসপার লড়াই হবে।'

# শীর্ষেন্দু-স্মরণজিতের আলোয় হলদিয়ার বিশ্ব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব

**বিপ্লব দাশ ● হলদিয়া**

নবীন-প্রবীণের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটল হলদিয়ার বিশ্ব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসবে। বাম আমলে হলদিয়া উৎসব ছিল রাজ্যের অন্যতম একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষ তো বটেই অন্যান্য দেশ থেকেও বহু শিল্পী এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন। যার নেপথ্যে মূল কারিগর ছিলেন তৎকালীন সিপিএমের সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ। বর্তমানে হলদিয়া উৎসবের জৌলুস হারিয়েছে। কিন্তু ফের হলদিয়া শিল্পনগীর বিশ্ব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব যেন পুরনো হলদিয়া উৎসবকে মনে করিয়ে দিল। নতুন বছরের ৫ থেকে ৭ জানুয়ারি তিনদিনের আপনজন আয়োজিত এই উৎসব বসেছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বদের চাঁদের হাট। প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের প্রয়াত স্ত্রী তমালিকা পণ্ডা শেঠের হাত দিয়ে শুরু হওয়া এই উৎসব এবার ২০ বছরে পা দিল। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শতবর্ষ নগরে (হলদিয়া ইন্সটিটিউট অফ হেল্থ সায়েন্স ক্যাম্পাস নলেজ সিটি) উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই মিলন প্রাঙ্গণে এবার পাঁচ শতাধিক কবি সাহিত্যিক, শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। দুই বাংলা ছাড়াও বহির্বঙ্গের উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, দিল্লি, মেঘালয়, আন্দামান, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, কানপুর, মুম্বই, ত্রিপুরা, মণিপুরের পাশাপাশি আমেরিকা, কানাডা, দুবাই সহ বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি ও সাহিত্যিকরা মিলিত হয়েছেন।

গত শুক্রবার আইকেয়ার ক্যাম্পাস-আর্যভট্ট গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে কবি তমালিকা পণ্ডা শেঠের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদানের পর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ ও উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণ শেঠ। তিনদিনের এই উৎসবে আলোচনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অংশ নিলেন ২০২৩ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক অমর মিত্র, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী হিরণ মিত্র, পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরী, মানসী দে শেঠ, আশিস লাহিড়ি, সায়ন্তন শেঠ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

উদ্বোধনী দিনে আপনজন সম্মাননায় সম্মানিত হলেন অখণ্ড মেদিনীপুরের চার কৃতি সন্তান প্রাবন্ধিক, অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি, লোক গবেষক ও গল্পকার চিন্ময় দাশ, বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস দৈনিকের সম্পাদক তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, কবি ও সংগীত শিল্পী শিশিরবিন্দু দত্ত।

# ভাবাদিঘির জট কাটাতে তৎপর রেল, মার্চের মধ্যেই কাজ শুরুর সম্ভাবনা প্রবল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** লোকসভা ভোটের আগেই ভাবাদিঘির জট কাটার সম্ভবনা প্রবল। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, মার্চ মাসেই ভাবাদিঘির জট কাটিয়ে রেল লাইনের কাজ শুরু হবে ভাবাদিঘিতে। তাই বছরের প্রথম মাস থেকেই তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পযন্ত রেল লাইনের কাজ নিয়ে তৎপর রেল দপ্তর। ইতিমধ্যে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন করে এক দফা সার্ভে করা হয় তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত। বিশেষ করে গোঘাটের ভাবাদিঘি নিয়ে বিশেষ সার্ভে হয় বলে জানা যায়। তবে ভাবাদিঘির জটের কারণে এখনো অধরা তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর রেল চলাচল। প্রায় ১৪ বছর ধরে ভাবাদিঘির জটে রেল চলাচল বন্ধ। আবারও ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট। আবারও প্রতিশ্রুতি আসবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ রেলে চাপা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কি এক অদৃশ্য কারণে এখনো ভাবাদিঘির জট না কাটায় ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। তবে নতুন করে রেলে পক্ষ থেকে রেল চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি হাওয়া আরামবাগ মহকুমায়। স্থানীয় মানুষের দাবি, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত ও চরম গাফিলতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ভাবাদিঘির মানুষকে ব্যবহার করায় ভাবাদিঘির জট এখনও কাটেনি। পাশাপাশি ভাবাদিঘি

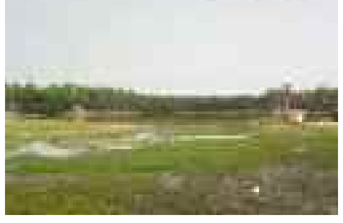

মানুষের জেদ ও জলাশয় বাঁচানোর নামে রাজনীতি করার জন্যই সাধারণ মানুষ আজ তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেলে চাপা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ৫২ বিঘার ওই দিঘির (দিঘির নামেই গ্রামের নাম) একাংশ বুজিয়ে রেলপথ নির্মাণ হবে জানতে পেরে তাঁরা আপত্তি তোলেন এবং ভাবাদিঘির মানুষ আন্দোলন শুরু করে। মূলত তাদের আন্দোলনের জেরেই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের কাজ থমকে যায়। এই বিষয়ে ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতা সুকুমার সাঁতরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ ভাবাদিঘির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। বিগত দিনে ভাবাদিঘির উপর দিয়ে রেল ব্রিজ তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম স্থির জলের উপর ব্রিজ তৈরি করা যায় না। দিঘির প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হবে। দিঘি বাঁচিয়ে উত্তর দিক দিয়ে রেললাইন হোক। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, আরামবাগ মহকুমাবাসীর স্বপ্ন তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পযন্ত রেল চলাচল করুক। কিন্তু ভাবাদিঘির জটের কারণে থমকে রয়েছে। বিজেপি রাজনীতি করে ভাবাদিঘির জট বাড়িয়েছে। আমরা রেল চলাচলের পক্ষে এবং ভাবাদিঘির মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন চাই।

# ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে একটি বাসকে আটকে দেন পুলিশ কর্মীরা

## নামিয়ে দেওয়া হয় বাম কর্মী-সমর্থকদের

**বনস্পতি দে ● ডানকুনি**

রবিবার সকাল থেকেই ব্রিগেডের ময়দানে কলকাতা ছাড়াও জেলাগুলি থেকে প্রচুর মানুষ যান ময়দানে। সিপিএম নেতা কর্মীদের মধ্যে কেউ বাস ভাড়া করেছেন, কেউ ট্রেনে, কেউ আবার জলপথেই মীনাক্ষীর বক্তৃতা শুনতে এসেছেন। এর মধ্যেই আবার ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে পুলিশ বাস আটকে বাম কর্মীদের নামিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতে জাতীয় সড়কে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। এদিন সকাল নাগাদ একটি বাসকে আটকে দেন পুলিশ কর্মীরা। নামিয়ে দেওয়া হয় বাম কর্মী-সমর্থকদের। বাসটি এতটাই ভর্তি ছিল যে তাতে মাছিও গলতে পারবে না। বাসের ভিতর তো বটেই, ছাদের ওপরও বসেছিলেন কর্মীরা। আর এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াতে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে অঘটন। তাই টোল প্লাজার কাছে আসতেই বাস থেকে একাধিক বাম কর্মী-সমর্থককে নামিয়ে দেয় পুলিশ।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে বামেদের সবচেয়ে বড় ব্রিগেড। ২০০৮ সালের পর ২০২৪।

১৬ বছর পর ফের ডিওয়াইএফআইয়ের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ হল কলকাতায়। ফের বাম যুবফ্রন্টের হাত ধরেই উড়ে লাল পতাকা। ফলে বাম কর্মী-সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল চরমে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্রিগেড নিয়ে বার্তা দিয়েছেন। তিনি শুভ কামনা জানিয়েছেন ব্রিগেড সফল হওয়ার।

# অবৈধ মদের ভাটিতে হানা মহিলাদের, মারের অভিযোগ কারবারিদের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** পাত্রসায়ের থানার সানি পুকুরের পাড় এলাকার একদল প্রমিলা বাহিনী পাশের গ্রামে অভিযান চালায় অবৈধ ভাবে চোলাই মোদের ভাটিতে। অভিযোগ পাশের

গ্রামে একাধিক বাড়িতে অবৈধ ভাবে নিষিদ্ধ চোলাই মদ তৈরি করা হয়, আর যা খেয়ে প্রায় প্রতিদিনই হয় দুর্ঘটনা। তবে এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, পুলিশকে বারংবার জানিয়েও এই অবৈধ কারবার বন্ধ হয়নি, এমনকি এলাকায় রয়েছে পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য। তিনিও পাত্রসায়ের থানায় জানিয়েছেন, তবুও হয়নি কোনও সুরাহা। তাঁদের দাবি, যাতে এই অবৈধ মদ তৈরি করা বন্ধ হয়, তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

# তৃণমূলের অফিসে তালা ঝোলালেন কর্মীরাই

**নিজস্ব প্রতিবেদন,মেদিনীপুর:** দলের কার্যালয়ে তালা ঝোলালেন তৃণমূল কর্মীরা। দেওয়ালে থাকা হাফ ফুল প্রতীক মুছে ফেলা হল চুনের প্রলেপ দিয়ে। চন্দ্রকোনার দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। মেদিনীপুর পুরসভাতেও কাউন্সিলরদের ১১ জন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন পুর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় এভাবে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসছে। শনিবার চন্দ্রকোনা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কার্যালয় থেকে কর্মী সমর্থকরা দলীয় পতাকা নামিয়ে নেন। রবিবার দেওয়ালে আঁকা খাস ফুল প্রতীক এবং দলীয় কার্যালয় লেখা চুন দিয়ে মুছে ফেলা হয়। তৃণমূল দিবসে চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া এই কার্যালয়ে দলীয় পতাকা তুলেছিলেন। কর্মী, সমর্থকদের অভিযোগ, পুরনো এই অফিসে না এসে কাউন্সিলর সুনিতা খাঁড়া, ওয়ার্ড সভাপতি অশোক মুখার্জি, শহর সভাপতি প্রদীপ সাঁতরা সমান্তরাল সংগঠন চালাচ্ছেন বলে চন্দ্রকোনা

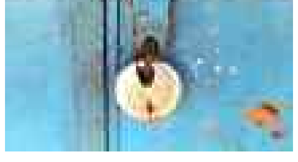

শহর এসসি সেলের সভাপতি বুদ্ধদেব দাসের অভিযোগ। তিনি বলেন দলের জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি জানেন কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেন না।

শহর সভাপতি প্রদীপ সাঁতরা বলেন, ওই অফিসটি তৈরি হয়েছে এক ব্যক্তির জায়গার উপর। সেখানে প্রবীণদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয় না। কিন্তু সকলেই তৃণমূলের মধ্যে রয়েছি। এখানে দ্বন্দ্বের কোনও বিষয় নেই।

# লাখ লাখ টাকা রোজগার! আশা দেখাচ্ছে কড়কনাথ ও টার্কি মুরগির চাষ

**মদন মাইতি ● পূর্ব মেদিনীপুর**

কড়কনাথ ও টার্কি মুরগির চাহিদা রয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে। ভারতে কড়কনাথ ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায়। তবে এখন এই মুরগির চাহিদা রয়েছে গোটা ভারতে। বাড়িতেই এই কড়কনাথ ও টার্কি মুরগির চাষ করে রোজগারের নতুন দিশা দেখাচ্ছে পটাশপুরের এক ব্যক্তি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের পঁচেট গ্রামের সুধীর দাস এখন কড়কনাথ ও টার্কি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে লাখ লাখ টাকা রোজগারের আশা দেখাচ্ছে। তার উৎপাদন করা বাচ্চা কিনে এখন লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরা।

কড়কনাথ মুরগির মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। এই মাংসে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও

প্রোটিন থাকে। আবার কোলেস্টেরলের মাত্রাও থাকে অনেক কম। ফলে এই মাংস হার্টের রোগী ও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযুক্ত। চিকিৎসকরা অনেক সময় এই মাংস খেতে পরামর্শ দেন।

কড়কনাথ মুরগির এমন বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যই এর চাহিদা সবসময়ই থাকে আকাশ ছোঁয়া। তাই এই ব্যবসা করে মোটা টাকা আয় করা যেতে পারে। এছাড়া, সরকারের তরফে এই মুরগির খামার তৈরিতে আর্থিক সাহায্যও করা হচ্ছে। যার ফলে বহু মানুষ এই ব্যবসায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

বাড়িতে সামান্য জায়গায় থাকলেই শুরুতে মাত্র ১০০টি মুরগি নিয়ে এই ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। পরে অভিজ্ঞতা বাড়লে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। বিনিয়োগের কথা উঠলে ধরে নিতে হবে, ১০০টি মুরগির দাম পড়তে পারে ৭ থেকে ৯ হাজার টাকা। যার মধ্যে শেড নির্মাণের খরচও রয়েছে। যে কোনও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে এই মুরগি চাষের প্রশিক্ষণ নেওয়া যেতে পারে। কড়কনাথ মুরগি ডিম থেকে ছানা ফুটে বার হতে প্রায় ২১ দিন সময় লাগে। এরপর এই মুরগি বড় হতে প্রায় ৪ থেকে সাড়ে ৫ মাস সময় লাগে। এই মুরগির খাবার জন্য তেমন খরচ করতে হয় না। বাড়ির অতিরিক্ত ধান, শাক এদের প্রধান খাদ্য। এই মুরগির রোগও বেশি হয় না, ফলে ব্যবসা সুরক্ষিত হতে পারে।

আয়ের কথা বলতে গেলে, মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা খরচ করেই ১০০ টি মুরগি বিক্রি ১ লাখ থেকে ১.২০ লাখ টাকা বার্ষিক আয় করা যেতে পারে। শীতকালে এই মাংসের দাম প্রতি কেজি ১০০০-১২০০ টাকায় পৌঁছে যায়। অন্য সময় এই দাম থাকে ৮০০ টাকা প্রতি কেজি দরে।

সুধীর বাবু বলেন, 'আমি ইউটিউব দেখে প্রথমে ১০০টা বাচ্চা নিয়ে এই ব্যবসা শুরু করেছিলাম। এখন আমি শুধু মুরগি প্রতিপালন করি না। সঙ্গে সঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বাচ্চা উৎপাদন করে যুবকের এই ব্যবসায় আগ্রহ দেখাচ্ছি। শুধু জেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যুবকরা আমার থেকে পরামর্শ ও এই মুগির বাচ্চা নিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করছেন।'

# কন্যা জন্মানোয় খুশি পরিবার, গ্রামে মিষ্টিমুখ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নানা ভাবে প্রচার করতে দেখা যায়। কখনও টিভিতে কখনও আবার পথ নাটকের মাধ্যমে প্রচার করতে দেখা গেলেও, কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে বর্তমানে কেন্দ্র সরকার 'বেটি বাঁচাও ও বেটি পড়াও' ও রাজ্য সরকার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এবার কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে ও কন্যাসন্তান যে ফেলনা নয়, সেই বার্তা দিতেই অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধানতোর গ্রামের মণ্ডল পরিবারকে। তিন পুরুষ পর এই পরিবারে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছে। তাই কন্যাসন্তানকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন পরিবারের আট থেকে আশি সকলেই। রীতিমতো ব্যান্ড পার্টি সঙ্গে নিয়ে বাজনা বাজিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে করে কন্যাসন্তানকে বাড়ি নিয়ে এলেন পরিবারের সদস্যরা। এখানেই শেষ নয়, গোটা গ্রামের মানুষকে এদিন কন্যাসন্তান হওয়ার খুশিতে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

জানা গিয়েছে, গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গীয় সুকুমার মণ্ডল ছিলেন তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। স্বর্গীয় সুকুমার মণ্ডলেরও কোনও কন্যাসন্তান ছিল না। ছিল তিন পুত্র। পরবর্তী প্রজন্মেও কোনও কন্যাসন্তান জন্মায়নি পরিবারে। অবশেষে ৩ পুরুষ পেরিয়ে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয় গত ৫দিন আগে। পরিবারে কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ায় তাকে দেবী লক্ষ্মী রূপে বরণ করে বাড়িতে প্রবেশ করানো হয়।

সুকুমার মণ্ডলের ছেলে কাজল মণ্ডল জানিয়েছেন, টিভিতে ও পেপারে অনেক সময় শোনা যায় মেয়েরা কী ভাবে অবহেলিত হয় ও তাদের ওপর নির্যাতন হয়। যাতে সমাজে নারীদের দেবী রূপে দেখা হয় ও নারী নির্যাতন বন্ধ হয় সেই জন্যই সমাজকে বার্তা দিতেই তাঁর নাতনি ইভিকা মণ্ডলকে নিয়ে ব্যান্ড পার্টি নিয়ে বাজনা বাজিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে করে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে সকল গ্রামের মানুষকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে ঘরে তোলা হয়েছে। শুধু গ্রামের মানুষ না, সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের মানুষ যেন কন্যাসন্তানদের অবহেলা না করে। তাদের আনন্দের সঙ্গে ঘরে তোলে সেই বার্তাই দিয়েছেন। মেয়েকে পেয়ে খুশি ছোট্ট ইভিকার বাবা রণিত মণ্ডল ও মা শিল্পা মণ্ডল। তাঁরা জানিয়েছেন, পরিবারে একটা মেয়ে থাকার কতটা প্রয়োজন ছিল, সেটা এতদিন সবাই বুঝতে পেরেছে। পরিবারে যেমন এতদিন না ভাইফোঁটা, না রাখি উৎসব পালন করা হত। তবে এবার সব অনুষ্ঠান হবে। মেয়েকে নিয়ে তাঁদের অনেক স্বপ্ন রয়েছে। সেগুলি কী ভাবে পূরণ হবে, তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

## রাজধানীর স্কুলে শীতকালীন ছুটি বাড়ল

# আরও বাড়বে ঠান্ডা

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি:** বাংলায় কনকনে ঠান্ডার আবেশ পাওয়া ভার। তবে দিল্লি-সহ উত্তরের রাজ্যগুলিতে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। তার সঙ্গে চলছে শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার দাপট। এর মধ্যে আবার বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে মৌসম ভবন। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির স্কুলের শীতকালীন ছুটি বাড়ানো হল। শনিবার দিল্লি শিক্ষা দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

দিল্লি শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত ঠান্ডার জেরে দিল্লির সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি ১০ জানুয়ারি, বুধবার পর্যন্ত বাড়ানো হল। এই বিষয়ে দিল্লির সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে এবং সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রতি বছরই কনকনে ঠান্ডা পড়ে। তার সঙ্গে চলে ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই খুদে পড়ুয়াদের কথা বিবেচনা করে দিল্লি-সহ এনসিআর অঞ্চলে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শীতকালীন ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর স্কুলগুলিতে শীতকালীন ছুটি শনিবার, ৬ জানুয়ারি শেষদিন ছিল। সোমবার, ৮ জানুয়ারি থেকে স্কুল চালু হওয়ার কথা ছিল। সেই ছুটি বাড়ানো হল। অন্যদিকে, নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডার স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শীতকালীন ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি চলবে।

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরেই দিল্লিতে ঘন কুয়াশার দাপট চলছে। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসও রয়েছে। ফলে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।

## রাজধানীতে কিশোরীকে গণধর্ষণ

# আটক চা বিক্রেতা-সহ চার

**নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি:** কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দিল্লিতে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে এক চা বিক্রেতা, এক মহিলা এবং তিন কিশোরকে। রাজধানীর সদর বাজার এলাকার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো দিল্লির সদর বাজার এলাকায় একটি চায়ের দোকানের কাছে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাচক্রে, চায়ের ওই দোকানের মালিকও ধর্ষণে অভিযুক্ত। যে মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি পেশায় কাগজকুড়ানি। তাঁকে কাজে লাগিয়েই কিশোরীকে ডেকে আনানো হয় চায়ের দোকানের পাশেরই একটি ফাঁকা বাড়িতে। সেখানে আগে থেকেই হাজির ছিলেন চায়ের দোকানের মালিক এবং আরও তিন কিশোর।

পুলিশ জানিয়েছে, চায়ের দোকানের পাশেই অস্থায়ী আস্তানা বানিয়ে থাকেন মহিলা। কিশোরীকে প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে আনার জন্য মহিলাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। মহিলা ওই কিশোরীকে ডেকে নিয়ে আসেন। সে-ও কাগজ কুড়ানোর কাজ করে। দোকানের পাশে একটি বাজারে প্রচুর কাগজ পড়ে রয়েছে, এ কথা বলে খুরশিদ বাজারে তাকে যেতে বলেন মহিলা। সেখানে আগে থেকেই অভিযুক্তেরা হাজির ছিলেন। কিশোরী সেখানে যেতেই তাকে জোর করে একটি ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ, অভিযুক্তরা কিশোরীকে শাসান, যদি এই ঘটনার কথা সে কাউকে বলে, তা হলে খুন করা হবে। সেই ভয়ে দু'দিন বিষয়টি কাউকে জানায়নি কিশোরী। কিন্তু তার এক তুতো দিদির সন্দেহ হওয়ায় চেপে ধরতেই তাকে ঘটনাটির কথা জানায় কিশোরী। তার পর কিশোরীর পরিবারও বিষয়টি জানতে পারে। এই কথা জানার পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ১২, ১৪ এবং ১৫ বছরের তিন কিশোরও রয়েছে।

# কার্গিলে বায়ুসেনার গরুড় বাহিনীর তৎপরতা

**শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি:** কার্গিল এয়ারস্ট্রিপে রাতের অন্ধকারে নামল ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৩০জে বিমান। এই প্রথম রাতে কার্গিলে নামল বায়ুসেনার কোনও বিমান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই এয়ারস্ট্রিপ। শুধু তাই নয়, এটি হিমালয়ের কঠিন ভূখণ্ডে অবস্থিত। তাই, এখানে দিনেরবেলাই বিমান নামানো পাইলটদের জন্য চ্যালেঞ্জের। রাতের অন্ধকারে তো চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি। কাজেই, এটা ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এক নতুন মাইলফলক বলা যায়।

রবিবার, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অবতরণের এক ভিডিও শেয়ার করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। সঙ্গে লিখেছে, 'সম্প্রতি প্রথমবার, আইএএফ-এর সি-১৩০জে বিমান কার্গিল এয়ারস্ট্রিপে রাতে অবতরণ করেছে।' বায়ুসেনা আরও জানিয়েছে, এর জন্য তারা টেরাইন মাস্কিং এনরুট ব্যবহার করেছে। আর এই অবতরণের ফলে, বায়ুসেনার গরুর বাহিনীর এক প্রশিক্ষণ অভিযানও শুরু হয়েছে। তবে, এই প্রশিক্ষণ অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানায়নি আইএএফ।

তবে, কার্গিলের চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে, বিশেষ করে অন্ধকারে সফলভাবে সি-১৩০জে বিমান অবতরণ করানো আইএএফ-এর পাইলটদের দক্ষতার পরিচয়। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে বায়ুসেনার অভিজাত বাহিনী, গরুড়-এর প্রশিক্ষণ অভিযানের সূচনা বায়ুসেনার সুদ পরিকল্পনারও পরিচয়। বায়ুসেনা আরও জানিয়েছে, এই অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের বায়ু এবং স্থল শাখার মধ্যে সমন্বয়ের অনুশীলনও হয়েছে। ফলে, পাহাড়ি পরিবেশে যে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য তারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছে বায়ুসেনা।

এই অবতরণ, পাহাড়ি এলাকায় বায়ুসেনার সক্ষমতা বৃদ্ধির আরও এক পরিচয়। গত বছরের নভেম্বরে, উত্তরাখণ্ডের এক দুর্গম এয়ারস্ট্রিপে অবতরণ করেছিল বায়ুসেনার দু-দুটি সি-১৩০জে-২০ 'সুপার হারকিউলিস' সামরিক পরিবহন বিমান। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ওই অভিযান হয়েছিল। নভেম্বরে সিল্কিয়ারায় নির্মাণাধীন সুড়ঙ্গে ধসের জেরে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে সহায়তার জন্য ভারী সরঞ্জাম এসেছিল বিমানদুটিতে। গত বছর, সুদানেও রাতের অন্ধকারে পরিচালিত এক অভিযানে এই বিমান ব্যবহার করেছিল বায়ুসেনা।

# ইতালিতে রহস্য মৃত্যু ভারতীয় এমবিএ পড়ুয়ার

**প্যারিস, ৭ জায়ারি: ইতালিতে রহস্যময় মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার। ঝাড়খণ্ডের এক যুবক এমবিএ পড়তে সেদেশে গিয়েছিলেন। ২ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হলেও মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রয়াত পড়ুয়ার নাম রাম রাউত। তিনি ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমের বাসিন্দা।**

**পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ওই এমবিএ পড়ুয়া একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। কিন্তু নতুন বছরে তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে ফোন করলেও তিনি সাড়া দেননি। এর পরই সন্দেহ বাড়তে থাকে। পরে বাড়িওয়ালাকে ফোন করলে জানা যায়, একটি অন্য বাড়ির শৌচাগারে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরে বাড়ির লোক দেহ ভারতে আনতে তৎপর হয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁরা। এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সংবাদমাধ্যমকে পশ্চিম সিংভূমের ডেপুটি কমিশনার অনন্যা মিত্তাল জানিয়েছেন, রাম রাউতের মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য তিনি পেয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানিয়েছেন এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে। পরে মিত্তাল আরও বলেন, এই ঘটনার দিকে তিনি নজর রেখেছেন। নিহত যুবকের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন তাঁরা।**

# সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদিকে কটাক্ষ

## সাসপেন্ড মালদ্বীপের তিন মন্ত্রী

**ম্যালে, ৭ জানুয়ারি:** লাক্ষাদ্বীপ সফরের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই কটাক্ষের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে 'ভাঁড়', 'হাতের পুতুল' বলে তোপ দাগেন মালদ্বীপের যুবকল্যাণ মন্ত্রী মারিয়ম শিউনা। তার পরেই রবিবার সাসপেন্ড করা হয় তাঁকে। সেই সঙ্গে সাসপেন্ড করা হয়েছে দুই মন্ত্রী মালশা শরিফ ও মাহজুম মাজিদকে। ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি নিয়ে মালদ্বীপ সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ভারতীয় হাই কমিশন। উল্লেখ্য, মালদ্বীপের মন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় শুরু হয় হ্যাশট্যাগ বয়কট মালদ্বীপ। সেদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করছেন অনেকেই।

গত ৪ জানুয়ারি লাক্ষাদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে সমুদ্র ও সমুদ্রসৈকতের ছবি পোস্ট করেন তিনি। তার পরেই প্রধানমন্ত্রীর ছবি নিয়ে একের পর এক কটাক্ষ শুরু করেন 'চিনপন্থী' মালদ্বীপ সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা। যুবকল্যাণ মন্ত্রী মারিয়ম শিউনা সটান ভাঁড় বলে কটাক্ষ করেন মোদিকে। তাঁর লাক্ষাদ্বীপ সফরের ছবি দেখে মালদ্বীপের নেতা জাহিদ রামিজের দাবি, ভারতের সমুদ্রসৈকতগুলো তো আমাদের মতো পরিষ্কার নয়। ঘর থেকে দুর্গন্ধ আসে। একের পর এক অপমানজনক মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরে অবশ্য সাফাই দিয়েছে মালদ্বীপের সরকার। বিবৃতি জারি করে বলা হয়, বাকস্বাধীনতা থাকলেও সেটা ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করা উচিত। হিংসা ছড়াতে বা আন্তর্জাতিক মহলে মালদ্বীপের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে যেন বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার না হয়। সোশাল মিডিয়ায় বিদেশি নেতা ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নানা অপমানজনক মন্তব্য ঘোরাফেরা করছে। তবে সেগুলো প্রত্যেকটাই ব্যক্তিগত মতামত, তার সঙ্গে মালদ্বীপ সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। এহেন পরিস্থিতিতে নড়েচড়ে বসেছে ভারত। ইতিমধ্যেই মালদ্বীপ সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে সেদেশের ভারতীয় হাই কমিশন। মালিতে মহম্মদ মুইজুর প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেই খবর। তবে বিতর্কের মুখে পড়ে অবমাননাকর পোস্টগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই মন্ত্রিসভা থেকে সাসপেন্ড হন মারিয়ম। খানিক পরে জানানো হয়, সরিয়ে দেওয়া হল আরও দুই মন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, গত বছর চিনপন্থী মুইজু ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। এবার অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে সেই দ্বন্দ্ব।

# পাশাপাশি বসায় দলিত হিন্দু যুবক ও মুসলিম যুবতীকে মার !

**বেঙ্গালুরু, ৭ জানুয়ারি:** পাশাপাশি বসার খেসারত দিতে হল এক দলিত যুবক ও মুসলিম তরুণীকে। রড আর পাইপ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হল দুজনকে। তাঁদের ফোন, সমস্ত টাকাও কেড়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের বেলাগাভিতে। একটি সরকারি প্রকল্পে আবেদন করতে গিয়েছিলেন দুজনে। সেখানেই হেনস্তার শিকার দুই তরুণ-তরুণী।

জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের নাম শচিন লামানি ও মুসকান প্যাটেল। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ১৮ আর ২২ বছর। কর্নাটকের যুবা নিধি প্রকল্পে আবেদন করতে গিয়েছিলেন দু-জনে। তখন আধিকারিকরা দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন বলে অপেক্ষা করতে বলা হয় তাঁদের। তাই একটি লেকের ধারে বসেছিলেন। সেই সময়েই একদল দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েন দুজনে। মদ্যপ অবস্থায় রড দিয়ে শচিন ও মুসকানকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা।

শচিন জানান, শনিবার দুপুরে তাঁদের বসে থাকতে দেখে নাম জিজ্ঞাসা করে একদল ব্যক্তি। দুজনের ধর্মের কথা জানতেই মারধর শুরু করে তারা। কেড়ে নেওয়া হয় তাদের মোবাইল। শচিনের কাছে থাকা ৭ হাজার টাকাও ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। আক্রান্ত দুজনকে উদ্ধার করার বদলে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগ দেন আরও অনেকে। আলাদা দুটি ঘরে নিয়ে গিয়ে শচিন ও মুসকানকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন শচিন। তাঁর অভিযোগ, 'ওরা জিজ্ঞেস করল মুসলিম তরুণীর সঙ্গে বসে আছ কেন? আমি বলেছিলাম ও আমার আত্মীয় হয়। কিন্তু কোনও কথাই শোনা হয়নি। উলটে আমাদের ফোন, টাকা সবই কেড়ে নিয়েছে।' পুলিশ সূত্রে খবর, দুজনকে হেনস্তার অভিযোগে আপাতত ৯ জনকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

# সহযাত্রীকেই আক্রমণ করে বসল এক নাবালক, বিমানের জরুরি অবতরণ

**ওটায়া, ৭ জানুয়ারি:** মাঝ আকাশে বিমানে কার্যত হাতাহাতি পরিস্থিতি। বিমানের সহযাত্রীকেই আক্রমণ করে বসল এক নাবালক। ওই সহযাত্রী আবার নাবালকেরই আত্মীয়। গোটা ঘটনার জেরে হুলুস্থুল বেঁধে যায় বিমানে। চরম ভোগান্তির শিকার হলেন বিমানের সব যাত্রীরা। তড়িঘড়ি অন্য বিমানবন্দরে নামিয়ে দেওয়া হল বিমানটি। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পরে গন্তব্যে পৌঁছলেন যাত্রীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে কানাডার এয়ার কানাডা উড়ান সংস্থার বিমানে। জানা গিয়েছে, টরন্টো থেকে ক্যালগারিতে যাওয়ার কথা ছিল ওই বিমানের যাত্রীদের। কিন্তু বিমান আকাশে ওড়ার খানিকক্ষণ পরেই বিপত্তি। আচমকাই আগ্রাসী হয়ে ওঠে ১৬ বছর বয়সি এক নাবালক। সহযাত্রীকে খুনের চেষ্টা করে সে। ঘটনাচক্রে, ওই সহযাত্রী আসলে নাবালকের পরিবারেরই এক সদস্য। আক্রমণাত্মক ওই নাবালককে কোনওমতে থামিয়ে ফেলেন বিমানকর্মীরা। আহত যাত্রীর থেকে নাবালকের থেকে সরিয়ে নিয়ে যান অন্য যাত্রীরা। বিমানের মধ্যেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হয়। তবে অভিযুক্ত নাবালককে সঙ্গে সঙ্গেই আটক করা হয়। কিন্তু গোটা বিমানযাত্রায় ওই নাবালকের সঙ্গে যেতে চাননি বাকিরা। তাই বাধ্য হয়ে মাঝপথে বিমান নামাতে বাধ্য হন পাইলটরা।

জানা গিয়েছে, ক্যালগরিতে যাওয়ার পরিবর্তে মাঝপথে উইনিপেগে নামিয়ে দেওয়া হয় বিমানটি। সেখানকার পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় সময়ে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎই জরুরি অবতরণ করতে চেয়ে অনুরোধ জানায় একটি বিমান। কারণ এক যাত্রীকে আক্রমণ করেছে অন্য একজন। ওই বিমানবন্দর থেকেই আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত নাবালককে। সেখান থেকে ফের ক্যালগরির দিকে যাত্রা শুরু করে বিমানটি। নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছেছেন যাত্রীরা।

# রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের 'লাইভ স্ট্রিমিং' দেখতে পাবেন জেলবন্দিরাও

**লখনউ, ৭ জানুয়ারি:** ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই অযোধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতিপর্ব। সেজে উঠছে রাম জন্মভূমি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের ঢল নামছে অযোধ্যায়। এই শুভ মুহূর্ত থেকে ব্রাত্য হবেন না জেলবন্দিরাও। এমনটাই জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের কারামন্ত্রী ধর্মবীর প্রজাপতি।

ধর্মবীর জানান, উত্তরপ্রদেশের সমস্ত কারাগারে লাইভ স্ট্রিম (সরাসরি সম্প্রচার)-এর মাধ্যমে রামমন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রায় এক লক্ষের বেশি জেলবন্দি রয়েছেন। তাঁরাও এ দেশের নাগরিক। তাই এই পবিত্র মুহূর্ত থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রাখাও হবে না। উত্তরপ্রদেশের সমস্ত জেলে লাইভ স্ট্রিম-এর মাধ্যমে দেখানো হবে রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।' শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের কারাগারগুলিতেই নয়, দেশ জুড়ে সমস্ত বুথ এলাকায় লাইভ দেখানো হবে রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে যে, ২২ জানুয়ারি যেন দেশের সমস্ত নাগরিক ওই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারেন, সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রামমন্দির উদ্বোধনের দিন দেশ জুড়ে সমস্ত বুথ এলাকায় কম্বল বিতরণের পাশাপাশি দুঃস্থদের খাবার বিতরণ করবেন বিজেপির সদস্যেরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the
**MADHURKUL GRAM PANCHAYAT**
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
**NIT No: 23/2023-24 & 24/2023-24**
Publishing & Submission Start Date: **06.01.2024 from 11.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **23.01.2024 up to 11.00 AM**
Bid Opening Date: **25.01.2024 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the Prodhan
**Juranpur Gram Panchayat**
Domkal,Murshidabad
**NIET No. 13/5TH/JGP/2023-24** & **14/15TH/JGP/2023-24** & **07/15TH/JGP/2023-24(2nd Call)** Memo No:- 335/JGP/eTender/2023-24 & 336/JGP/eTender/2023-24 & 337/JGP/eTender/2023-24. Last Date Of Issuing Tender Paper **:15.01.2024 Upto 10.00 Hours.** Submission Date From: **08.01.2024 (10.00 Hours) to 15.01.2024 (10.00 Hours).** Tender Opening Date: **17.01.2024 At 10.00 Hours.** For DetailsFor Details Contact with The Office of The Undersigned at Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat

# যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের মামলার তৃতীয় দফার নথি প্রকাশ

# নাম জড়াল হিলারি ক্লিন্টন-সহ নানা প্রভাবশালীদের

**ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি:** কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের মামলার তৃতীয় দফার নথি প্রকাশ পেল নিউ ইয়র্কে। শুক্রবার আদালতে পেশ হওয়া নথিতে মিলল নানা বিস্ফোরক তথ্য। নাম জড়াল প্রায় দেড়শো বিখ্যাত মানুষের। যার মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিন্টনের নামও। রয়েছে হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও, অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজ, ব্রিটিশ মডেল নাওমি ক্যাম্পবেল, পরিচালক জর্জ লুকাসের মতো ব্যক্তিত্বদের নামও।

এই মামলায় যেভাবে পর পর বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসছে, তাতে একে আমেরিকার বৃহত্তম যৌন কেচ্ছা বলে ধরা হচ্ছে। বিল ক্লিনটন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো জনপ্রিয় ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম ইতিমধ্যেই মিলেছে নথিতে। তৃতীয় পর্ব প্রকাশের পর তালিকা আরও দীর্ঘ হল। তবে যাঁদের নাম রয়েছে, সকলেই যে ধনকুবেরের অপরাধ সম্পর্কে জানতেন তা নয়। অনেকেই ছিলেন স্রেফ পরিচিত। কিন্তু এপস্টাইনের পিডো দ্বীপের বিলাসবহুল প্রাসাদে গিয়েছেন।

কী হত সেখানে? অভিযোগ, সেই প্রাসাদে রীতিমতো চলত যৌনচক্র। নাবালিকা, এমনকী শিশুদের দিয়েই চালানো হত ওই চক্র! লোলিটা এক্সপ্রেস নামে এপস্টাইনের ব্যক্তিগত বিমানে সারা পৃথিবী থেকে অতিথিরা এখানে আসতেন। হলিউডের প্রযোজক, যে ইতিমধ্যেই ধর্ষক হিসেবে অভিযুক্ত, সেই হার্ভে ওয়েইনস্টেনও এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে নাম জড়িয়েছে হিলারি ক্লিন্টনেরও। তবে তাঁর নাম রয়েছে সাক্ষী হিসেবেই। এই মামলার অন্যতম অভিযোগকারী ভার্জিনিয়া জিওফ্রেই তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। এই ভার্জিনিয়ার অভিযোগ, তিনি নাবালিকা থাকার সময়ই এপস্টাইনের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। এপস্টাইন-ঘনিষ্ঠ হিসেবে লিওনার্দো থেকে নাওমি ক্যাম্পবেলের মতো প্রভাবশালীদের নামও রয়েছে সেখানে।

**SIMLAPAL GRAM PANCHAYAT**
**PO- Simlapal, DIST.- BANKURA**
**e-NIT No-12 /SGP/2023-24 Vide memo no Sim/005 dated 06.01.2024**
**NIT No-13/SGP/ 2023-24 and Sim/006 dated 06.01.2024**
It is here invited E-tender and Tender by the Pradhan, **Simlapal Gram Panchayat** for the schemes **under 5th SFC** and **15th CFC fund** (Last date of dropping **23.01.2024 at 11 AM**) will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/ bankura.gov.in**
Pradhan
Simlapal Gram Panchayat.

# প্রায় দীর্ঘ এক বছর পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে রোহিত-কোহলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এক বছরেরও বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের ভারত দলে আছেন দুজনই। রোহিত ফিরেছেন অধিনায়ক হিসেবেই।

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে হারা সেমিফাইনালের পর এ সংস্করণে আর খেলেননি রোহিত ও কোহলি। এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে দুজনেরই এ সংস্করণের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন ছিল।

তবে এ সিরিজের দলে দুজনের থাকায় বিশ্বকাপে খেলা আরেকটু নিশ্চিত হলো তাঁদের। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়েতে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটিই ভারতের শেষ সিরিজ। এ সিরিজের দল ঘোষণার আগে ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে গিয়েছিলেন। ফলে ভারতের বিশ্বকাপ-পরিকল্পনায় তাঁরা যে ভালোভাবে আছেন, সেটি এখন স্পষ্ট।

বিসিসিআইয়ের ঘোষিত ১৬ জনের দলে নেই হার্দিক পান্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদব। রোহিতের অনুপস্থিতিতে ভারতকে বেশির ভাগ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ দুটি সিরিজে অধিনায়কত্ব করেছিলেন সূর্যকুমার। তবে দুজনকেই চোটের কারণে বিবেচনা করা হয়নি। পান্ডিয়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর থেকেই মাঠের বাইরে। অন্যদিকে সূর্যকুমার চোট পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবে দুজনই মার্চে আইপিএল সুস্থ হয়ে ফিরবেন বলে জানা গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়ে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে আছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সূর্যকুমার ছাড়াও এবার দলে নেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শ্রেয়াস আইয়ার, ঈশান কিষান, মোহাম্মদ সিরাজ ও দীপক চাহার। রোহিত ও কোহলি ছাড়াও ফিরেছেন সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, আবেশ খান।

১১ জানুয়ারি শুরু হবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ, পরের দুটি ম্যাচ ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি।

আফগানিস্তান সিরিজে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুবমান ভিল, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, তিলক বর্মা, রিংকু সিং, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণয়, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, আবেশ খান ও মুকেশ কুমার।

# ‘বিনোদনদায়ী’ ক্যারিয়ারে ব্রডের অভিনন্দনও পেলেন ওয়ার্নার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিদায়বেলায় কম অভিনন্দন পাচ্ছেন না ডেভিড ওয়ার্নার। পাকিস্তানের বিপক্ষে গতকাল শেষ হওয়া সিডনি টেস্ট দিয়ে এ সংস্করণকে বিদায় বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান। সতীর্থ, প্রতিপক্ষ, ক্রিকেট কিংবদন্তিরা দারুণ এক ক্যারিয়ারের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন ওয়ার্নারকে। তবে এর ভিড়ে স্টুয়ার্ট ব্রডের অভিনন্দন ওয়ার্নারের কাছে একটু ভিন্নই লাগার কথা!

ব্রডের বিপক্ষে ব্যাটিংটা মোটেও উপভোগ করতেন না ওয়ার্নার, কম করে বললেও এমন কিছুই বলতে হবে। ক্যারিয়ারে সাবেক ইংলিশ পেসারের বিপক্ষে যতবার আউট হয়েছেন, ওয়ার্নার যে আর কোনো বোলারের শিকারে এতবার পরিণত হননি।

টেস্ট ক্যারিয়ারে ১০ বছরে ৩১ ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে ১৭ বার ব্রডের বলে আউট হয়েছেন ওয়ার্নার। শুধু টেস্ট নয়, আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারেই এখন পর্যন্ত ব্রডের চেয়ে অন্য কোনো বোলারের বলে বেশিবার আউট হননি তিনি।

২০১৯ সালের অ্যাশেজে ব্রড রীতিমতো দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিলেন ওয়ার্নারের জন্য। সেবার ১০ ইনিংস ব্যাটিং করে ৭ বারই ব্রডের বলে আউট হয়েছিলেন তিনি। সর্বশেষ অ্যাশেজেও তিনি ব্রডের শিকার তিনবার। গত ৫ বছরে ব্রডের বিপক্ষে ওয়ার্নারের ব্যাটিং গড় ছিল মাত্র ১১, এ সময়ে তিনি ব্রডের বলে আউট হয়েছেন ১২ বার!

মুখোমুখি লড়াইয়ে পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পরও ব্রড নিশ্চিতভাবেই জানেন, ওয়ার্নার কেমন ব্যাটসম্যান। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়ার্নার যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, আর কোনো অস্ট্রেলিয়ানই তো এমন লম্বা ক্যারিয়ারে এভাবে খেলতে পারেননি।

তাঁকে কীভাবে মনে রাখা হবে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে ওয়ার্নার বলেছেন, ‘রোমাঞ্চকর ও বিনোদনদায়ী। যেভাবে খেলেছি, তাতে লোকের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি এবং আশা করি তরুণেরাও আমাকে অনুসরণ করবে। সাদা বল থেকে টেস্ট ক্রিকেট;এটাই আমাদের খেলার শীর্ষবিন্দু। তাই কঠোর পরিশ্রম করো এবং লাল বলের ক্রিকেট খেলো; কারণ, এটাও মজার।’

ব্রডও ওয়ার্নারের ক্যারিয়ারকে মনে করছেন ‘বিনোদনদায়ী’। অবসরের পর ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তাঁর সামনে দাঁড়ানো ওয়ার্নার হাসছেন, এমন একটি ছবি পোস্ট করে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম পেসার ব্রড লিখেছেন, ‘ডেভিড ওয়ার্নার, খুবই বিনোদনদায়ী এক টেস্ট ক্যারিয়ার। বিভিন্ন বছরে আমাদের দ্বৈরথ উপভোগ করেছি আমি। এসসিজিতে বিদায় বলাটা বিশেষ একটি ব্যাপার। অভিনন্দন বন্ধু।’ ব্রডের সে পোস্ট নিজের স্টোরিতে শেয়ার করে ওয়ার্নার লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ, স্টুয়ার্ট ব্রড।’

# আবারও চোটে নাদাল, খেলবেন না অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

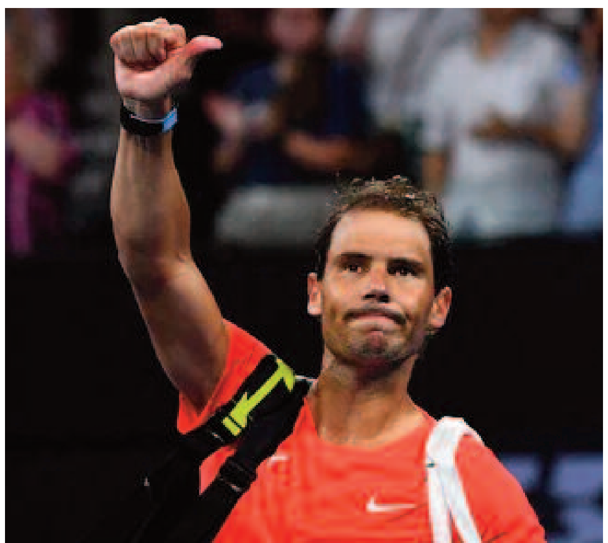

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** প্রায় এক বছর পর চোট কাটিয়ে গত সপ্তাহেই কোর্টে ফিরেছিলেন রাফায়েল নাদাল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতিমূলক টুর্নামেন্ট ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে প্রথম দুই ম্যাচ সরাসরি সেটে জিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বার্তাও দিয়েছিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। কিন্তু ফিরতে না ফিরতেই আবার ছিটকে পড়লেন নাদাল। ব্রিসবেনের ওই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পাওয়া চোটে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও খেলতে পারবেন না ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী তারকা।

৩৭ বছর বয়সী নাদাল শুক্রবার ব্রিসবেনে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান জর্ডান টম্পসনের কাছে। সেই ম্যাচের সময়েই নিতম্বের চোটে পড়েন। নাদাল জানিয়েছেন, নিতম্বের মাংসপেশি সূক্ষ্মভাবে ছিঁড়ে (টিয়ার) গেছে। তবে নিতম্বের যে চোটে ভুগে লম্বা সময় বাইরে ছিলেন, এবারের চোটটা সেই জায়গার নয়।

নতুন করে চোটে পড়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন নাদাল, ‘ব্রিসবেন শেষ ম্যাচটা খেলার সময় মাংসপেশিতে হালকা সমস্যা দেখা দেয়, আমি তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। মেলবোর্নে পৌঁছানোর পর এমআরআই করানোর সুযোগ হয়। সেখানেই সূক্ষ্ম টিয়ার ধরা পড়ে। তবে ভালো খবর হলো, আগে যেখানে ছিল, এবারেরটি সেখানে নয়। এ অবস্থায় আমি পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলার মতো প্রস্তুত নই। এখন স্পেনে ফিরে গিয়ে আমার চিকিৎসকের কাছে যাব, চিকিৎসা নেব ও বিশ্রাম করব।’

চোট থেকে ফেরার পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকেই পাখির চোখ করেছিলেন নাদাল। চোটের খবর জানাতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে না পারার দুঃখও ঝরিয়েছেন নাদাল, ‘কোর্টে ফিরতে বছরজুড়েই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। আমি সব সময়ই বলে এসেছি, তিন মাসের মধ্যে আমি নিজের সেরা অবস্থায় ফিরে যেতে চাই। মেলবোর্নের দর্শকের সামনে খেলতে না পারাটা অবশ্যই দুঃখের খবর, তবে অতটা বাজে খবরও নয়। মৌসুমের বাকি সময়টায় কী হবে না হবে, সেটি নিয়ে আপাতত ইতিবাচকই আছি।’

গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায়ের পর আর গ্র্যান্ড স্লামে অংশ নিতে পারেননি নাদাল। সেবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পর ফ্রেঞ্চ ওপেনটাও জিতে নাদালের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটা কেড়ে নেন নোভাক জোকোভিচ।

# লম্বা ছুটি কাটিয়ে মায়ামিতে ফিরলেন মেসি

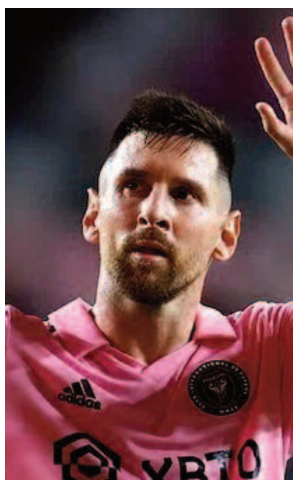

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত মৌসুমে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে,অফ খেলার সুযোগ পায়নি মেসির দল ইন্টার মায়ামি। তাই মেসির মৌসুমটা একটু আগেভাগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। লম্বা ছুটিই পেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। নানা জায়গায় বেড়ানো শেষে ছুটির শেষ ভাগটায় রোজারিওতে নিজের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গেই ছিলেন। সেখান থেকে গতকাল ফিরেছেন মায়ামির প্রাক্ -মৌসুম প্রস্তুতিতে।

রোজারিও থেকে সরাসরি ফোর্ট লডারডেল বিমানবন্দরে নামেন মেসি। সেখানেই তিনি মায়ামির সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেবেন। মায়ামির হয়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের নতুন মৌসুমের প্রস্তুতিই নয়, এ বছর যুক্তরাষ্ট্রেই হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিও নেবেন তিনি।

ক্লাব বা জাতীয় দল, মেসি সবশেষ ম্যাচ খেলেছেন গত বছরের ২১ নভেম্বর। সেদিন ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে বিখ্যাত মারকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এ বছর মেসি প্রথম মাঠে নামবেন ১৯ জানুয়ারি। এদিন ইন্টার মায়ামি এল সালভাদোরের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে।

এরপর মেসির দলের প্রাক্ -মৌসুম প্রস্তুতির ম্যাচ খেলার কথা এফসি ডালাস, সৌদি প্রো লিগে নেইমারের ক্লাব আল হিলাল ও রোনালদোর দল আল নাসর, হংকং লিগ টিম, ভিসেল কোবে এবং মেসির শৈশবের ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের সঙ্গে।

ডালাসের সঙ্গে ইন্টার মায়ামির প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার বিষয়টি সম্প্রতি ঠিক হয়েছে। এ ম্যাচের ভেন্যু কটন বোল নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত মায়ামির চিফ সকার অফিসার ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর ক্রিস হেন্ডারসন। তিনি ম্যাচটি নিয়ে বলেছেন, ‘কটন বোলের মতো ঐতিহাসিক ভেন্যুতে ২০২৪ সালের প্রাক্ -মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারব বলে আমরা আনন্দিত।’ হেন্ডারসন এরপর যোগ করেন, ‘এ ম্যাচ আমাদের এমএলএসের প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলার দারুণ এক পরীক্ষা। এবারের মৌসুমটাকে আমরা (নিজেদের ইতিহাসে) সবচেয়ে স্মরণীয় করে রাখতে উন্মুখ।’

# খাজাকে ভর্ৎসনার সিদ্ধান্ত বহাল আইসিসির

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজাকে আইসিসির ভর্ৎসনার সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে। ৩৭ বছর বয়সী খাজা আইসিসির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাঁর সব যুক্তিতর্ক প্রত্যাখ্যান করতে চলেছে। মেলবোর্নভিত্তিক দৈনিক দ্য এজের বরাত দিয়ে এ,সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন করেছে ‘দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান’।

গত ডিসেম্বরে পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজা। জুতায় লেখা ছিল ‘স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার’ ও ‘সবার জীবনই গুরুত্বপূর্ণ’। কিন্তু বিষয়টিকে ‘রাজনৈতিক’ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে খাজাকে স্লোগানসংবলিত লেখা নিয়ে খেলার অনুমতি দেয়নি আইসিসি।

তবে খাজা ভিডিও বার্তায় আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন এবং গত ১৪ ডিসেম্বর পার্থ টেস্ট শুরুর আগে অনুশীলনের সময় স্লোগানসংবলিত জুতা পরে মাঠে নামেন। যদিও জুতার ওপর লেখা বার্তাটা টেপ দিয়ে ঢেকে রাখেন।

তবে ম্যাচ চলাকালীন তাঁকে কালো বাহুবন্ধনী পরে থাকতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তিনি আইসিসির অনুমোদন নেননি। ফলে মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে আইসিসি তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে এবং ন্যূনতম শাস্তি হিসেবে ভর্ৎসনা করে।

‘ব্যক্তিগত শোক’ থেকে কালো বাহুবন্ধনী পরেছিলেন জানিয়ে খাজা আইসিসির শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেন। সে সময় বলেন, ‘আমি আইসিসির নিয়ম ও অতীত উদাহরণ অনুসরণ করেই কালো বাহুবন্ধনী পরেছি। অনেকেই তার ব্যাটে স্টিকার লাগিয়ে, জুতায় নাম লেখে খেলেছে। তখন তো কাউকে আইসিসির অনুমতি নিতে হয়নি, এমনকি তাদের তিরস্কারও করা হয়নি। আমি আইসিসির নিয়মকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞেস করব, নিয়মটা সবার ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত কি না।’

পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলায় আইসিসির ভর্ৎসনার পর মেলবোর্ন টেস্টে শান্তির প্রতীক পায়রা ধারণ করে খেলতে চেয়েছিলেন খাজা। কিন্তু পায়রা প্রতীক পরেও খেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এ ক্ষেত্রে খাজার পাশে দাঁড়িয়েছে। জানিয়েছে, তিনি চাইলে বিগ ব্যাশ লিগের ম্যাচে পায়রা প্রতীক পরে খেলতে পারেন।

# টিটোয়েন্টি বোলিংয়ের আসল ‘রাজা’ তো রশিদই

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ইএসপিএন ক্রিকইনফোতে রশিদ খানের প্রোফাইল একবার ঘুরে আসতে পারেন। চোখ বোলাতে পারেন এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারে ঠিক কতগুলো দলের হয়ে রশিদ খেলেছেন। সংখ্যাটা অবিশ্বাস্যই!

জাতীয় দলসহ এখন পর্যন্ত ৩০টি দলের হয়ে খেলেছেন রশিদ। অথচ ২৫ বছর বয়সী রশিদের ক্যারিয়ারটা মাত্র ৯ বছরের। বোঝাই যাচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে রশিদের চাহিদা কেমন! রশিদ এখন পর্যন্ত যেসব দলের হয়ে খেলেছেন, তার বেশির ভাগই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দল। মূলত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রশিদের চাহিদা আকাশচুম্বী। যে কারণেই রশিদের দলের তালিকা এত লম্বা। এর কারণও আছে বটে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রশিদ যে বোলিংয়ের ‘রাজা’, তা স্পষ্ট হবে একটা পরিসংখ্যান দিলে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩;সাত বছরে প্রতিবারই সব ধরনের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে শীর্ষ তিন উইকেটশিকারির একজন রশিদ। যেখানে শীর্ষে ছিলেন চারবার। ২০১৭, ২০১৮, ২০২১ ও ২০২২ সালে সব ধরনের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে শীর্ষ উইকেটশিকারি ছিলেন এই আফগান লেগ স্পিনার।

২০২৩ সালে সব ধরনের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি অস্ট্রেলিয়ার পেসার নাথান ইলিস। ৫২ ইনিংসে এই পেসারের উইকেট ৬৬, ইকোনমি ৮.৩৮। দ্বিতীয় স্থানে রশিদ, ৪৮ ইনিংসে তাঁর উইকেট ৬৫টি। রশিদ ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৭.১০। তৃতীয় স্থানে পাকিস্তানের জামান খান। তাঁর উইকেট ৫০ ইনিংসে ৬৪টি।

তালিকার ৪ নম্বরে উগান্ডার স্পিনার আলপেশ রামজানি। ৩০ ইনিংসে তিনি নিয়েছেন ৫৫ উইকেট। ৫ নম্বরে ড্যানিয়েল স্যামসের। অস্ট্রেলিয়ার এই পেসারের উইকেট ৩৫ ইনিংসে ৫৪টি। উগান্ডার রামজানি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই ৫৫ উইকেট নিয়েছেন। তিনি গত বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।

২০২২ সালে রশিদ খান উইকেট নিয়েছিলেন ৮১টি। ৬৫ ইনিংসে তিনি ওভারপ্রতি খরচ করেছিলেন ৬.৩৪। ২০২১ সালেও রশিদই ছিলেন শীর্ষে। সে বছরে ৫৩ ইনিংসে নিয়েছিলেন ৭৫ উইকেট। ওভারপ্রতি রান দিয়েছিলেন ৬.৭১। সেবার রশিদের পরই টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছিলেন বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। ৪৭ ইনিংসে ৭.৪৮ ইকোনমিতে মোস্তাফিজ নিয়েছিলেন ৫৯ উইকেট।

২০২০ সালে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন পাকিস্তানের হারিস রউফ। ৩৫ ইনিংসে তিনি উইকেট নিয়েছিলেন ৫৭টি। রশিদ সে বছর নিয়েছিলেন ৫৬ উইকেট। ৫২ উইকেট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি।

এর আগের বছর ৭৯ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন ইমরান তাহির। নেপালের লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে ৬৬ উইকেট নিয়ে ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। আর রশিদ ছিলেন তৃতীয় স্থানে। উইকেট নিয়েছিলেন ৬৫টি।

২০১৮ সালে তো রশিদ প্রায় ১০০ উইকেট নেওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। উইকেট নিয়েছিলেন ৯৬টি। ৬০ ইনিংসে রান খরচ করেছিলেন ৬.৩৫। ২০১৭ সালেও রশিদ ছিলেন শীর্ষে। উইকেট নিয়েছিলেন ৮০টি। ইকোনমি ছিল অবিশ্বাস্য;৫.৫৩। সেই বছর ৬২ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক ছিলেন সুনীল নারাইন।

পরিসংখ্যানে একটা বিষয় স্পষ্ট, গত সাত বছরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বোলিংয়ে রশিদ নামটাই স্থায়ী। কখনো তাঁর পাশে বসেছেন নারাইন, ইমরান তাহির, রউফরা। কখনো তাঁকে ছাড়িয়েও গেছেন। তবে তাঁর নামকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বোলিং।

তবে একটা বিষয় রশিদকে লক্ষ রাখতেই হচ্ছে। ২০২৩ সালেই প্রথমবার ওভারপ্রতি ৭ রানের বেশি খরচ করেছেন আফগান স্পিনার। অন্য যেকোনো বোলারের জন্য এটা যদিও আদর্শ ইকোনমি, তবে তাঁর নামটা যেহেতু রশিদ, ইকোনমির দিকে একটু নজর হয়তো তিনি দেবেন!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**